সম্রাট

রতনকুমার ঘোষ

বাক্-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৬৩

প্রকাশক :
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য
৩৩ কলেজ রো
কলিকাতা—৯

মুদ্রাকর :
শ্রীসুকুমার ভাণ্ডারী
রামকৃষ্ণ প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শ্রীসুধাময় দাশগুপ্ত

দাম : দু' টাকা পঁচিশ প.

বন্ধুবর হীরেন বসুকে—

লেখকের অন্য গ্রন্থ

অহল্যার রাত্রি (উপন্যাস)

নাট্যকারের নিবেদন

একটি বিশেষ প্রেরণা থেকেই আমার এই নাটকের জন্ম।

যুগ যুগ ধরে মানুষ অমৃতের জন্য লড়াই করে চলেছে। ঋতুতে ঋতুতে, দিনে-রাতে, প্রহরে-প্রহরে। বিরামহীন, বিরতিশূন্য।

মানুষের অমৃতলাভের লড়াই সেদিন সমাপ্ত হয়নি। আজও চলছে। আগামীকালও চলবে।

অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যত; তিনটি পর্যায়। 'সম্রাট' এই ট্রিলজির প্রথম নাটক। (দ্বিতীয় নাটক 'অমৃতস্য পুত্রা'; শৌভনিক গোষ্ঠী কর্তৃক মঞ্চস্থ হবার অপেক্ষায়, এবং তৃতীয় নাটক 'ফেরা'—প্রস্তুতির পথে)।

'সম্রাট' রূপক নাটক। অভিনয়ই এর প্রাণবিন্দু। আলোক সম্পাত এবং দৃশ্যপট নাটকের গতিবেগ বৃদ্ধির সহায়ক মাত্র। মঞ্চের দুই বিপরীত দিকে থাকবে—দেবতার উঁচু চুড়ো এবং শয়তানের গুহা। আর মাঝখানে থাকবে মানুষের জন্য বেদী। মঞ্চে দেবতা হলেন সোমপ্রকাশ। শয়তান হোল সুরাপ্রিয়। দেবতা আলোর আভাসে দৃশ্যমান। আর শয়তান প্রখর আলোর মাঝে রূঢ় বাস্তব। নাটকের যেখানে যে-মন্ত্র বা স্তবগান আছে তার অদল-বদল চলবে না। শেষ দৃশ্যের শেষ মুহূর্তটি সম্পর্কে অভিনেতাদের সচেতন থাকতে হবে। সেখানে মানব, নিশাচর প্রভৃতি মঞ্চে উপস্থিত সকলেরই পাষাণ হয়ে যাওয়া, তরঙ্গের আকুল আহ্বান "মানব", এবং "বেদাহমেতং" গান একই সঙ্গে ঘটবে।

'সম্রাট' প্রথম পাদ-প্রদীপের আলোয় আসে নৈহাটী মুকুট নাট্য-প্রতিযোগিতায়। এবং শ্রেষ্ঠ-নাটক হিসাবে পুরস্কৃত হয়। এ-জন্য আমি চতুরঙ্গ (দত্ত পুকুর) সম্পাদক বন্ধুপ্রতিম শান্তি মুখার্জীর কথা স্মরণ করছি। মূলত তাঁর আন্তরিক সহযোগিতা ও উদ্দীপনায় "সম্রাট" প্রতিযোগিতায় যেতে পেরেছিল। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

সমভাবে 'রূপচক্র' শিল্পীগোষ্ঠীর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। তাঁরা নাটকটিকে প্রকৃতই ভালবেসেছেন। অগ্রজপ্রতিম প্রভাত বসুর উৎসাহ ও সহযোগিতা বার বার স্মরণযোগ্য।

নাটক লেখার ব্যাপারে নাট্যকারের জীবনে থাকে অন্তরালবর্তী প্রেরণা। যা দৃশ্যমান নয়; অথচ সৃষ্টিকে ত্বরান্বিত করে। সেই প্রেরণা জোগান—কেউ বাক্যে, কেউ চিন্তায়, কেউ কর্মে, কেউ আচরণে। অগ্রজপ্রতিম ইন্দুদা (শ্রীইন্দু চৌধুরী) রাণা বসু, হীরেন বসু, জ্ঞান গাঙ্গুলী, তরুণ মৈত্র, সরোজ বসু এবং বকুল ঘোষ। 'সম্রাট' প্রকাশের ব্যাপারে প্রকাশ ভবনের সুযোগ্য পরিচালক শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও বাক্-সাহিত্যের শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। সকলের কাছেই আমি যুক্তকরে কৃতজ্ঞ।

'সম্রাট' অভিনয় করতে হলে শ্রীমতী বকুল ঘোষ, কৈলাশনগর, পোঃ বারাসত ২৪ পরগণা এই ঠিকানায় চিঠি লিখে অনুমতি-পত্র নিতে হবে।

সম্রাট

চরিত্র পরিচিতি

দেবতা (সোমপ্রকাশ)	স্বর্গের প্রতিনিধি
শয়তান (সুরাপ্রিয়)	নরকের প্রতিনিধি
মানব	সমতলের প্রতিনিধি
নিশাচর	ভোগ
প্রবীণ	সংস্কার
উল্লাস	কর্ম
শিলাল	কর্তব্য
বৃদ্ধ	প্রজ্ঞা
১ম জন	গড্ডলিকা
২য় "	ঐ
৩য় "	ঐ
তরঙ্গ	জীবন তরঙ্গ

সম্রাট

[শেষ রাত। চারিদিক গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই অন্ধকারে প্রাণের কোনও সংকেত পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে এই সৃষ্টি যেন নির্বাক এবং নিশ্চল হয়ে পড়েছে। কিন্তু পরে অন্ধকারের মধ্যে প্রার্থনা শোনা গেল। শান্ত আর করুণ সেই প্রার্থনার সুর।]

যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যংত্যণ্যা॥

[একটু বিরতি। নিশ্চল এবং নির্বাক সৃষ্টি যেন স্পন্দিত হয়ে উঠলো। আবার প্রার্থনার মন্ত্র শোনা গেল ফিকে অন্ধকারের মধ্যে :]

উষা আ ভাহি ভানুনা চংদ্রেণ দুহিতর্দ্রিব :
আবহংতী ভূর্য্যস্মভ্যং সৌভগং ব্যুচ্ছংতী দিবিষ্টিষু॥

[প্রার্থনা শেষ হতেই গম্ভীর স্বর শোনা গেল]

ওম্ তৎ সৎ
ওম্ তৎ সৎ
ওম্ তৎ সৎ

[এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার মঞ্চের দুই বিপরীত দিক থেকে দু'টি কণ্ঠস্বর শোনা গেল; দেবতা এবং শয়তানের। মঞ্চের যে দিকে দেবতা, সে-দিকটায় একঝলক

নীল আলোর প্রতিভাস—যে দিকে শয়তান, সে-দিকটায় গাঢ় অন্ধকার। ওরা কেউ দৃশ্যমান নন। একটুখানি আলোর রেখা এবং এক জায়গায় স্তূপীকৃত অন্ধকার দেবতা ও শয়তানের মঞ্চে উপস্থিতির সংকেত দেবে। তিনবার ওম্ তৎ সৎ শেষ হতেই দেবতার প্রার্থনা শোনা গেল।]

দেবতা। প্রসন্ন হও। আলো দাও প্রভু। মর্ত্যের সৌভাগ্য সূর্য আমাকে নিয়ন্ত্রণের অধিকার দাও। কোথা তুমি! শক্তি দাও।

শয়তান। প্রসন্ন হও। অন্ধকার দূর কোরনা—প্রভু। সৃষ্টির দুর্ভাগ্য রাত্রি আমার অধিকারে রাখো।—কোথা তুমি! শক্তি দাও।

দেবতা। কে?

শয়তান। আমি।

দেবতা। আবার তুমি এসেছ? আবার তুমি আনন্দের ধ্যানভঙ্গ করতে চাও? তোমার স্পর্ধা দেখে আমি বিস্মিত।

শয়তান। তুমিও বা কোন অধিকারে আমার পৃথিবীতে এসেছ? তোমার দুঃসাহসে আমি স্তম্ভিত।

দেবতা। এ-পৃথিবী যে তোমার—এ কথা তোমায় কে বলেছে?

শয়তান। তার আগে আমারও জিজ্ঞাস্য—এই সৃষ্টিরাজ্যে কার হুকুম মতো তুমি এসেছ?

দেবতা। সে কৈফিয়ৎ আমি তোমাকে দোব না।

শয়তান। না দিলে আমিও সহজে রেহাই দোব না তোমাকে।

দেবতা। আমাকে ভয় দেখানো বৃথা বন্ধু।

শয়তান। আমাকে চোখ রাঙানোও নিষ্ফল সখা।

[দেবতা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বনভূমিতে প্রাণের স্পন্দনে যেন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হোল।]

দেবতা। তবু তুমি আমার মর্ত্যভূমি ছেড়ে চলে যাবে না? তবু তুমি আমার সাম্রাজ্যে কেবলই রাত্রির সাধনা করবে? করবে—মৃত্যুর আবাহন?

শয়তান। হা হা হা হা হা হা.........

দেবতা। হাসছো যে?

শয়তান। এই সৃষ্টি যে তোমার সাম্রাজ্য—এমন নির্বোধ বিশ্বাস তুমি কোথা থেকে পেলে?

দেবতা। স্বর্গ থেকে।

শয়তান। স্বর্গ!—হা হা হা...। স্বর্গের কি কোন অস্তিত্ব আছে?—যা আছে সে আমার নরক। তোমার—স্বর্গ নয়।

দেবতা। (ঘৃণায়) তুমি নরকের দাস!

শয়তান। (গর্বে) আমি নরকের স্রষ্টা।

দেবতা। এখান থেকে তাহলে দূর হও।

শয়তান। আমি আমার সাম্রাজ্য ছেড়ে চলে যাবো? তুমি আমায় এমন অপদার্থ পেয়েছো?

দেবতা। তুমি যাবে না?

শয়তান। না। আমি এখানকার সম্রাট।

দেবতা। তুমি উন্মাদ বলে আজও এমন কথা ভাবছো।—এখানকার সম্রাট আমি।

[দুই বিপরীত কণ্ঠস্বরের মাঝে পাখীর ডাক শোনা গেল। বাতাসের উচ্ছ্বাস। পৃথিবী তখন যেন জেগে উঠেছে। আস্তে আস্তে পুব আকাশ রাঙা করে ভোরের আলোয় মঞ্চ আলোকিত হোল। মঞ্চের মাঝামাঝি একটা পাথরের বেদী। এদিক ওদিক দু'চারটি পাথরের টুকরো পড়ে রয়েছে। বেদীর ডানদিকে—বিরাট একটা কালো পাথর। পথ এসে সেই পাথরের কাছেই শেষ হয়েছে। দেখা গেল দূর থেকে ভোরের

আলোর পথ ধরে উত্তেজিত মানব এবং পিছন পিছন সৌম্য চেহারার এক বৃদ্ধ আসছেন। মঞ্চ আরো আলোকিত হোল। মানব এবং বৃদ্ধের প্রবেশ। মানবের হাতে একটি কালো রঙের সুরার পাত্র।]

মানব। না না না। আমি তোমার কোন কথা শুনবো না। এ অঞ্চলের সম্রাট আমি।

বৃদ্ধ। মানব! আমার কথা তুমি বিশ্বাস করো। তোমাকে আমি মিথ্যা বলছিনা।

মানব। সত্যি মিথ্যে আমি জানিনা। এ-রাজত্ব আমার। এই বনভূমি, ঐ নদী, জনপদ, এমন কি ঐ যে কালো প্রাণহীন পাথরটা, ও সবই আমার অধিকারে। আমি ইচ্ছেমতো শাসন করবো। শোষণ করবো। (মদপান) পান করবে?

বৃদ্ধ। না। ওটা আমি পান করিনা।

মানব। (হেসে) তুমি দেখছি নিতান্তই বৃদ্ধ। (মদে চুমুক দিয়ে) ওহে, এ দিকে বসে আমার একটা কথার জবাব দাও দেখি।

বৃদ্ধ। এখন আমার বসবার মতো অবসর নেই। তুমি বলো।

মানব। তোমাকে রোজ দেখি নদী পার হয়ে এ-দিকে আসতে। আবার সন্ধ্যা নামতেই নদী পার হও। তুমি কি করো?

বৃদ্ধ। রাতে ধ্যান করি। দিনে বন কাটি।

মানব। ভারী মজা তো!—তোমার ঘর কোথায়?

বৃদ্ধ। ওপারে।

মানব। ওপারে?

বৃদ্ধ। ওপারে একটা বনভূমি আছে। সেখানেই আমি রাত্রিবাস করি। —তুমি যাবে একদিন?

মানব। যেতে পারি;—তবে একটি শর্তে।

বৃদ্ধ। কি শর্ত?

মানব। নারী এবং সুরা চাই ;—দিতে পারবে ?

বৃদ্ধ। (মৃদু হেসে) নারী এবং সুরা দিয়ে তুমি কি করবে ?

মানব। পান করবো। ভোগ করবো। দেখতে পাচ্ছো না—আমার এই কালো গাত্র বর্ণের সুঠাম দেহ। এ দারুণ ক্ষুধার্ত !

বৃদ্ধ। তোমার মন ?

মানব। (চমকে উঠলো) কি বললে ?

বৃদ্ধ। তোমার মনের ক্ষুধা টের পাওনা মানব ?

মানব। দাঁড়াও দাঁড়াও।···মন—আমার মন ! কোথায় সে ?

বৃদ্ধ। তোমার ভিতরে।

মানব। (হেসে) দূর। এখনও বাইরের ক্ষুধা মিটলো না ;—এর মধ্যে তুমি ভিতর নিয়ে টানাটানি করছো।—(সুরার পাত্রে চুমুক দিল)।

বৃদ্ধ। তোমার শস্যভূমির খবর কি মানব ?

মানব। গত ঋতুতে ভূমি আমাকে অনেক শস্য ভেট দিয়েছে। তা থেকে আমি এই সুরা তৈরি করেছি। বড় চমৎকার এই সুরার মাদকতা ! বারবার ঘুম আসে।

বৃদ্ধ। আকাশের সংবাদ কি ?

মানব। আকাশ তার কাজ করছে। আমার রাজ্যে অফুরন্ত জল। আমি সেই জলের সঙ্গে সুরার পাল্লা দোব।

বৃদ্ধ। নদী ?

মানব। নদী তার আপন গতিতে প্রবহমান। —তুমি ও সব অপদার্থ প্রসঙ্গ বাদ দাও। তোমার বনভূমির নারীর সংবাদ বলো।

(নেশায় কথা জড়িয়ে গেলো)

বৃদ্ধ। তোমার ঘরে নারী আছে। আবার খোঁজ করছো কেন ?

মানব। তোমাকে দেখলে আমার হাসি পায়—বৃদ্ধ। তোমার কথা শুনলে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করে।

নেপথ্যে শয়তান। ওকে দূর করে দাও।

মানব। (সুপ্তোত্থিতের মতো) হ্যাঁ হ্যাঁ। তাই দোব। আমার সাম্রাজ্যে এমন অর্বাচীনের ঠাঁই নেই।—যাও, দূর হও। দূর হও আমার চোখের সামনে থেকে।

[মানব উঠে দাঁড়ালো। দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো বৃদ্ধের। দূরে একটা করুণ কান্নার সুর ভেসে এলো। বৃদ্ধ ধীর পায়ে চলে গেলেন।]

[মঞ্চের কোণের অন্ধকার গুহা থেকে শয়তানের প্রবেশ।]

শয়তান। (মুখে মাখানো ক্রূর হাসি) আমি জানতাম তোমার গায়ে শক্তি আছে। ও তোমার সামনে দাঁড়াতেই পারবে না।

মানব। তুমি কে? কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত বলে মনে হচ্ছে।

শয়তান। আমি তোমার একজন শুভানুধ্যায়ী! অহরহ তোমার কাছাকাছি থাকি। কথা বলি। তর্ক করি। নিশ্চয়ই তুমি আমায় চিনবে?

মানব। কি নাম তোমার?

শয়তান। অনেকগুলো নাম আমার। তোমাদের মধ্যে অনেকের সঙ্গেই আমার বন্ধুত্ব। আদর করে তারা আমায় নানান নামে ডাকে।

মানব। ভারী মজা তো! তাহলে তুমিও আমার বন্ধু। (সুরার পাত্র দেখিয়ে) এটা খাও?

শয়তান। (পাত্রটি টেনে নিয়ে) এই তো আমার একমাত্র পানীয়।

মানব। (উল্লসিত হয়ে) সাবাস্। তোমার মতো বন্ধুই আমি চাই। —আচ্ছা, তোমাকে আমি সুরাপ্রিয় বলে ডাকবো। —রাজি?

শয়তান। আলবৎ। কি চমৎকার নাম! স্বয়ং জন্মদাতা পর্যন্ত এমন নাম আমায় দিতে পারেন নি। (হেসে) তোমাদের কৃতজ্ঞতাবোধ আছে।

মানব। তোমার জন্মদাতা কে?

শয়তান। সে তুমি চিনবে না। কী স্বার্থপর! জানো—আমরা যমজ দু'টি ভাই। অথচ আমি পাই ঘৃণা। আর সে পায় আদর।

মানব। তাই বুঝি তুমি সুরায় আসক্ত সুরাপ্রিয় ?

শয়তান। শুধু সুরা নয়—অন্ধকারেও আমার আসক্তি।—

(হঠাৎ দূরে নজর পড়লো তার)

এ-দিকে কে যেন আসছে ?

[দ্রুত পদক্ষেপে শিলালের প্রবেশ। মানবকে কিছু একটা বলতে গিয়ে চুপ করে গেল।]

মানব। (শিলালের দিকে এগিয়ে) তোমাকে বিচলিত দেখাচ্ছে—শিলাল।

শিলাল। প্রভু ! ওরা কিছুতেই আমার কথা শুনছে না। বলছে আগে শস্যের ভাগ দাও। তারপর শস্য মাথায় বহন করবো।

মানব। শস্য তো ওদেরই জন্য গোলাজাত করছি শিলাল। ভাগ করতে চায় কেন ?

শিলাল। পৃথক হতে চায় বলে।

শয়তান। না না। এ বড় অন্যায় ! কোন্ অধিকারে ওরা শস্যের ভাগ চায় ?

মানব। (বিস্ময়ে) পৃথক হতে চায় !

শিলাল। হ্যাঁ প্রভু। ওরা আজ পৃথক হতে চায় !

মানব। ওদের তুমি কি বলেছো ?

শিলাল। আমি ওদের বুঝিয়েছি।

শয়তান। শক্তির অনর্থক অপব্যয়।

শিলাল। আমি অনুরোধ করেছি।

শয়তান। নিছক ক্ষমতার অপব্যবহার !

শিলাল। অস্ত্র হাতে রেখে চোখ রাঙিয়েছি।

শয়তান। ভুল। ভুল। সাংঘাতিক ভুল করেছ।

মানব। (বিভ্রান্ত মানব শয়তানের কাছে এগিয়ে এলো) এখন আমি কি করতে পারি সখা ?

শয়তান। অবাধ্যকে বশে আনতে যা করা দরকার তাই।

মানব। (অভিভূত হয়ে) শেষ পর্যন্ত যাবো?

শয়তান। (হেসে) শাস্ত্রে তো তাই বলে। তোমার ক্ষমতা আছে। তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে লাভ কি! হাতের অস্ত্র—প্রয়োজনে যদি ব্যবহার করা না হয়, তাহলে সেটা ভেঙে নদীর জলে ভাসিয়ে দাও।—অন্তত আমি তুমি হলে—তাই দিতুম।

[আস্তে আস্তে মানবের মুখখানা কঠিন হয়ে উঠলো। কাছে এগিয়ে গেল শিলালের।]

মানব। শিলাল! পাথর কেটে সমতল করেছি। নদী পেরিয়ে বাসভূমি খোঁজ করেছি। মাটি খুঁড়ে শস্য ফলিয়েছি। এখন যদি ওদের প্রয়োজনে শস্য গোলাজাত করতে না পারো—তাহলে তোমার অধিকার তুমি ছেড়ে দাও।—

[শিলাল একবার মানবের মুখের দিকে তাকালো। তারপর নত অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল সে।]

শয়তান। (খুশীমনে মানবের কাছে এসে) দাও, আর একটু পান করা যাক। (নিজেই সুরাপান করলো) তোমার সুরায় যথেষ্ট মাদকতা। আরও কড়া করে তৈরি করবে। —তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দ পেলাম। —এখন চলি। সময়ে আবার দেখা হবে।

[শয়তান তার গুহার পথে চলে গেল। মানব আস্তে আস্তে বেদীর ওপর বসলো। তখনও সে কি যেন ভাবছে।]

নেপথ্যে তরঙ্গ। মানব……

[দূর থেকে মানবকে ডাকতে ডাকতে তরঙ্গের প্রবেশ। মঞ্চ আলোকিত হয়ে গেল। লঘুছন্দে মানবের কাছে গেল তরঙ্গ]

তরঙ্গ। মানব—মানব—চেয়ে দেখো মানব। কি এনেছি। —এই দেখো।

[মানবের চোখের সামনে একটা সাদা ফুল তুলে ধরলো]

মানব। (নেশার আবেশে) কে? তরঙ্গ। তোমার হাতে ওটা কি?

তরঙ্গ। ফুল। কিন্তু আমি নাম জানিনা মানব। কী মধুর গন্ধ! আর কী অপূর্ব দেখতে! মানব, আনন্দে আমার পাগল হয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। এতো সুন্দর ফুল—আর আমি দেখিনি মানব।

মানব। কোথায় পেলে?

তরঙ্গ। ঐ সেই পাথর সরিয়ে যেখানে ঘর বেঁধেছিলে···তারই পাশে ফুটেছিল। —সকাল বেলায় ঘুম থেকে জেগেই চমকে উঠলুম। মনে হোল সূর্যের আলোর গন্ধ বুঝি। চেয়ে দেখি একটি—ছোট্ট গাছের পাতার কোলে এই সাদা ফুলটি ফুটে রয়েছে—তোমার ঘরের দিকে চেয়ে। আচ্ছা মানব! বলতে পারো এটাকে নিয়ে এখন আমরা কি করবো?

মানব। ওতে যখন গন্ধ আছে—তখন আমার সুরার সঙ্গে মিশিয়ে দাও। ভারি মজা হবে।

তরঙ্গ। না না। তা আমি পারবো না। কিছুতেই না।

মানব। তাহলে ওটাকে আবার মাটিতে পুতে ফেলো; কিংবা নদীর জলে ভাসিয়ে দাও।

তরঙ্গ। (ব্যথা পেয়ে) তুমি কি নিষ্ঠুর মানব! এ আমাকে আনন্দ দিচ্ছে, আর আমি ভাসিয়ে দোব!

মানব। তাহলে তোমার মাথার চুলে বেঁধে রাখো।

তরঙ্গ। কিন্তু তাতে যে আমি দেখতে পাবো না মানব। তার চাইতে এ-ফুল আমি হাতেই বেঁধে রাখি।

মানব। তাতে লাভ কি তরঙ্গ?

তরঙ্গ। প্রতি মুহূর্তে চোখে পড়বে আমার। আমার বাতাস মধুময় হবে। আমি আনন্দ পাবো।

মানব। ছেড়ে দাও ও সব ফুলের কথা। কাল তুমি সন্ধ্যাবেলায় আমার কাছে কেন আসোনি?

তরঙ্গ। আমি নদীর তীরে বসে স্রোতের গান শুনছিলুম। ঠিক যেন তোমার জয়গান। মানব, তুমি যদি একবাব শুনতে!

মানব। এমনি করে প্রতিদিন তুমি আমায় ফাঁকি দেবে তরঙ্গ?

তরঙ্গ। কে বললো আমি তোমায় ফাঁকি দোব মানব?

মানব। তাহলে রাতে তুমি কেন আমার কাছে আসোনা!

তরঙ্গ। আমি তো বলেছি তোমার কাছে যাবো;—যেদিন ঐ কালো পাথরের দেওয়ালটা ভেঙে ফেলতে পারবো। যেদিন ওখানকার মন্ত্র আমরা অধিকার করে অমর হবো মানব। যেদিন দুঃখ থাকবে না। শোক থাকবে না। সেদিন তোমার সঙ্গে আমার রাত্রিবাস হবেই মানব।

(অস্থির আবেগে ছিটকে সরে গেল মানব)

মানব। চুলোয় যাক ঐ কালো পাথরের দেওয়াল। ওর জন্য আমি আমার জীবনকে উপভোগ করতে পারবো না? ও এসে তোমার আমার মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়াবে?

তরঙ্গ। কিন্তু সেই ঋষির কথাটা মনে করো তো মানব?

মানব। কি কথা?

তরঙ্গ। ঐ কালো-দেওয়ালের ওপারেই রয়েছে আমাদের জীবন!

মানব। মিথ্যে কথা! মিথ্যে কথা তরঙ্গ। ওতে তুমি বিশ্বাস কোরনা।

তরঙ্গ। আমি যে স্বপ্ন দেখেছি মানব।—তুমি যেন দু'হাতে ঐ কালো পাথরের দেওয়াল ভেঙে ফেলে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ -আলো ছড়িয়ে পড়লো আমাদের সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে। সেই আলোর ছোঁওয়া পেয়ে আমরা যেন বাঁচলুম।

[কথা বলতে বলতে তরঙ্গ অভিভূত হয়ে পড়লো]

[শয়তানের প্রবেশ]

শয়তান। সুরার নেশায় অমন স্বপ্ন দেখা যায়।

মানব। কে ?—সুরাপ্রিয় ; তুমি হঠাৎ কোথায় গিয়েছিলে ?

শয়তান। ঐ কালো পাথরের ওপারে।

মানব ও তরঙ্গ। (চমকে) কালো পাথরের ওপারে!—কি দেখলে ?

শয়তান। কিছুই না। ফাঁকা আর ফাঁকি! একরাশ ধোঁয়া উঠছে শুধু!—সেই ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করে। দেখো না—আমার চোখ জোড়া কেমন যেন লাল হয়ে ফুলে গেছে।

মানব। অথচ আমার তরঙ্গ বলছে—ওখানে নাকি জীবন আছে।—হা হা হা হা।

শয়তান। হ্যাঁ, সুরার নেশা বাড়লে অমন জীবনের স্বপ্ন দেখা যায় বটে। আমি অমন স্বপ্ন কতোবার দেখেছি।

তরঙ্গ। এ কে মানব ? আমি তো একে দেখিনি।

শয়তান। আমি একজন দীন দুঃখী। সংসারে আপন জন বলতে কেউ নেই আমার।

তরঙ্গ। তোমার চোখ লাল কেন ?

শয়তান। ঐ তো বললুম,—ওপারের ধোঁয়া লেগে লেগে!

তরঙ্গ। তোমার দৃষ্টি অমন হিংস্র কেন ?

শয়তান। চোখ দিয়ে অনেক জল পড়েছে ; তাই অমন হিংস্র বলে মনে হচ্ছে।

তরঙ্গ। তোমার নিঃশ্বাস অতো গরম কেন ?

শয়তান। কি আশ্চর্য! এখনো দেখছি তোমার নেশা কাটেনি।—আরে! তোমার হাতে দেখছি ফুল। বা! ভারি সুন্দর! ও ফুল দিয়ে তুমি কি করবে ?

মানব। আমি তরঙ্গকে বললুম যে ঐ ফুলের রস আমার সুরায় মিশিয়ে দিতে।

শয়তান। চমৎকার! তোমার রসজ্ঞান আছে দেখছি।

তরঙ্গ। এ ফুল আমি কাউকে দোবনা। এ দিয়ে আমি—

শয়তান। যাই করো না কেন—সুরার সঙ্গে মেশানোর চাইতে ভাল কাজ ও-দিয়ে হবে না। আকাশে যে-দেবতারা থাকেন—তাঁরাও ফুলের রসে সুরা বানান।

তরঙ্গ। মানব!—আমি চললুম—

মানব। কোথায় যাচ্ছ? এখন যাওয়া চলবে না।

তরঙ্গ। বারে! আমার জন্য সবাই শস্যভূমিতে অপেক্ষা করছে। আমি দৌড়ে এলাম শুধু তোমাকে ফুলটা দেখাতে।

[নেপথ্যে ডাক ভেসে এলো "তরঙ্গ—"]

ঐ আমায় ডাকছে—(প্রস্থানোদ্যত)

শয়তান। পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনলুম যেন সখা?

তরঙ্গ। (তরঙ্গ থমকে দাঁড়ালো) ও আমাদের নবীন। খুব ভাল গান করে। প্রাণভরে বাঁশী বাজায়। ওর বাঁশী শুনে কেউ ক্লান্ত হয় না। কেউ বসে থাকে না। আমি তাহলে চলি মানব। (প্রস্থানোদ্যত)

শয়তান। নবীনের গানের সুরে তোমার তরঙ্গ বোধ হয় মাতাল হয়ে উঠেছে সখা।

মানব। (দৃঢ় হয়ে) এখন তোমার যাওয়া চলবে না তরঙ্গ।

তরঙ্গ। বারে! আমি না গেলে শস্য যে মাঠেই পড়ে থাকবে। তুমি কি তাই চাও—?

শয়তান। ওর সঙ্গে তুমি দেখছি বুদ্ধিতেও হেরে যাচ্ছ।

মানব। (ক্রোধে) আমার হুকুম। তুমি এখন মাঠে যেতে পারবে না।

তরঙ্গ। তুমি কি পাগল হলে মানব? এখন যেতে না পারলে—মাঠের শস্য কখন আমরা আনবো?

[নবীনের বাঁশী বেজে উঠলো। চঞ্চল হয়ে উঠলো তরঙ্গ।]

শয়তান। ওকে যেতে দাও সখা। নবীন ওকে ডাকছে।

তরঙ্গ। আমি যাই—, (কয়েক পা গিয়ে আবার ফিবে এলো) তুমি রাগ কোরো না মানব। কাজ শেষ করে আমি আবার তোমার কাছে আসবো।

[দ্রুত চঞ্চল পদক্ষেপে তরঙ্গ চলে গেল। উত্তেজনায় মানব স্তব্ধ। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো সে। বাঁশীর সুর ক্রমশ দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল। ক্রুর হাসি ফুটে উঠলো শয়তানের মুখে]

শয়তান। আহা হা! এতে রাগ করার কি আছে! তোমার দেহে শক্তি নেই বলেই তো নবীন এসে তোমার খাবারে হাত দেয়। তরঙ্গকে টেনে নিয়ে যায়। শক্তি থাকলে নবীন কি তরঙ্গে ভাসতে সাহস পেতো?

মানব। আমি এর জবাব দিতে পারি সুরাপ্রিয়। আমার শক্তির দাপটে বনের পশুকে বশ করেছি। নদী সাঁতরে পার হয়েছি। সমতলে অধিকার বিস্তার করেছি।—তুমি আমার শক্তিব পরিমাপ করতে পারবে না।

শয়তান। নবীন—? ঐ যে তরঙ্গকে টেনে নিয়ে গেল? সে বুঝি তোমার চাইতেও শক্তিমান?

মানব। না না না। সে আমার অনুচব। আমার শাসনে মাথা নত প্রজা।

শয়তান। তাহলে তুমি ছুটে গিয়ে ওর টুটি চেপে ধরো না কেন? কেন শক্তিকে পঙ্গু করে রেখেছ? কেন তাকে করবে না তোমার আজ্ঞাবহ দাস?

মানব। আমি পারি না! নবীন ক্ষমতাহীন। তবু তার একটি ডাকে আমার সমস্ত অনুচরেরা সাড়া দেয়। নবীন দুর্বলদেহী! অথচ আমার রাজ্যে তার সবল প্রতিষ্ঠা। আমি পারি তার টুটি চেপে ধরে নিঃশাস বন্ধ করে দিতে। কিন্তু—

শয়তান। 'কিন্তুর' এই দ্বিধাটুকুর জন্ত শেষ পর্যন্ত তোমার হার হবে মানব।—আমার কোন কিন্তু নেই। মদ পান করতে হবে—করবো।

নারীসঙ্গ পেতে হবে—পাবো। টুটি চেপে ধরতে হবে—ধরবো। এর মধ্যে কোন 'কিন্তু'রই ঠাঁই নেই।

মানব। কিন্তু সেই বৃদ্ধ যে বলে—কিন্তু আছে বলেই মানুষ ঈশ্বর হতে পারে। কিন্তু আছে বলে—পাপে মানুষের বিতৃষ্ণা।

শয়তান। মিথ্যে কথা। ধোকাবাজী। সব অর্বাচীনের উক্তি। (উত্তেজিত হয়ে) পাপ। কি পাপ? কিসের পাপ? তোমার জিনিস তুমি নেবে তাতে আবার পাপ কোথায়?

মানব। তাহলে ওরা পাপের কথা বলে কেন?

শয়তান। তোমাকে ভয় দেখায়। তোমার শক্তিকে ভীত সন্ত্রস্ত করে—। পুণ্যের মোহ সৃষ্টি করে তোমাকে দুর্বল, অক্ষম করে দেয়।

মানব। (অভিভূত হয়ে) কিন্তু—

শয়তান। আবার কিন্তু?—শক্তিমানের কোন কিন্তু নেই। ঝড় যখন বয়ে যায়—তখন তার কিন্তু থাকে? আগুন যখন গ্রাস করে—তার কিন্তু কোথায়? নদী যখন বন্যা আনে—তাতে কিন্তু কই? কিন্তু ভীরুর। কিন্তু দুর্বলের।

মানব। আমি তাহলে—

শয়তান। কিন্তুহীন। পাপ-পুণ্য সৎ-অসৎ আলো—অন্ধকার, সবই কিন্তুর ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত। তুমি কিন্তুহীন।

(অভিভূত মানবের মুখের সামনে
শয়তান সুরার পাত্র ধরলো)

পান করো।—তোমার বড় শত্রু ঐ উর্ধাকাশের দেবতা। আমারও শত্রু সে। এসো, আমরা ওর আলোর রাজ্য ধ্বংস করি।

[শয়তান অভিভূত মানবকে বিহ্বল করে দ্রুত গুহার মধ্যে চলে গেল। আস্তে আস্তে নেমে এলো অন্ধকার। মেঘ বিদ্যুৎ ঝড় ত্রাস। ধরণীর কান্না ভেসে এলো।]

মানব। (অন্ধকারের মধ্যে) সুরাপ্রিয়! সুরাপ্রিয় কোথায়—তুমি? আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছিনা সুরাপ্রিয়। তুমি কোথায়?

নেপথ্যে শয়তান। এই অন্ধকার আমি। ঐ মৃত্যুর গর্জন আমি। এই ঝড় শংকা ধ্বংসের অভিব্যক্তি আমি।

মানব। আমি কোথায়?

নেপথ্যে শয়তান। তুমি আমার রাজ্যে। তুমি আমার যোগ্যতম প্রতিনিধি। দেবতার সঙ্গে পাঞ্জা কষায়—তুমিই আমার সর্বোত্তম আয়ুধ। আমার মন্ত্র তুমি গ্রহণ করো।

[সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের বেগ বাড়লো। বাতাসের উচ্ছ্বাস। মেঘের ঘন ঘন গর্জন। তার মাঝে দূর থেকে তরঙ্গের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"মানব—"]

নেপথ্যে শয়তান। ডাকে সাড়া দিও না সখা।

[অন্ধকারের মধ্যে মানবকে ডাকতে ডাকতে তরঙ্গের প্রবেশ। তাকে দেখা যায় না। তরঙ্গ মানবকে পাগলের মতো খোঁজ করে। ঝড়ের বেগ তখনও প্রবল]

তরঙ্গ। মানব……মানব……মানব। মানব, কোথায় তুমি? অন্ধকারের মধ্যে তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না মানব। মানব…… মানব আমাকে সাড়া দাও।…আমার ভয় করছে মানব।…কথা বলো। মানব অন্ধকারে ওরা সবাই পথ হারিয়েছে।…এখুনি ওদের কাছে যেতে হবে……। নইলে সব শেষ হয়ে যাবে……মানব……মানব……

[হঠাৎ মেঘগর্জন এবং বিদ্যুৎ ঝলসে উঠলো। তরঙ্গ দেখলো মানব বেদীর ওপর অচেতন হয়ে পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠলো তরঙ্গ]

মানব———

[অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল তরঙ্গ মানবের ভূলুণ্ঠিত দেহ দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছে।]

গাঢ় অন্ধকারে মঞ্চ ঢেকে গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ঝড় থেমে গেছে—চারিদিকে দুর্যোগের প্রশান্তি। করুণ সুর থেকে থেকে বেজে উঠছে। মঞ্চে ছড়িয়ে পড়লো সকালের রোদ। কথা বলতে বলতে প্রবীণ এবং উল্লাসের প্রবেশ। প্রবীণ গভীর চিন্তায় মগ্ন। হাতে তার সংস্কার-দণ্ড।]

প্রবীণ। কাল রাতে আবার সেই জানোয়ারটা মাঠে গর্জে বেড়িয়েছে। আমি তখনই বলেছিলুম, অতোটা ভাল নয়।—এ আমার কথা নয়। পূর্বপুরুষের কথা।

উল্লাস। কই—আমি তো গর্জন শুনতে পাইনি প্রবীণ।

প্রবীণ। (তীব্র অসন্তোষে) তোমার ঐ এক দোষ। কথার মধ্যে বারবার অবিশ্বাস টেনে নিয়ে আসো। অতোটা ভাল নয় উল্লাস।

উল্লাস। তা' হঠাৎ আবার জানোয়ারটা এলো কেন ?

প্রবীণ। আসবে না ? মাঠ খুঁড়ে শস্য তুলছো। মাটি কেটে জল আটকে রাখছো। আমাদের আবহমান কালের দেবতা—ঐ কালো পাথরটা ভাঙবার জন্য মতলব আঁটছো। যতো সব অনাচার কাজ। এ আমার কথা নয় ; পূর্ব-পুরুষের কথা।

উল্লাস। অনাচার কিনা জানি না। তবে আমার কিন্তু ও সব কাজে তখনও ইচ্ছে ছিল না ; এখনও মন নেই।

প্রবীণ। তাহলে করছো কেন ? হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারো না ?

উল্লাস। তরুণ যে বলছিল—এ সব কাজ না করলে আমরা বাঁচতে পারবো না। আমাদের চিরকালের মতো থমকে দাঁড়াতে হবে।

প্রবীণ। (বিরক্তিতে) দূর—দূর! ঐ মেয়েটিই যতো সর্বনাশের গোড়া। কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে আমাদের একেবারে নাভিশ্বাস উঠিয়ে দিলে!—আমি বললুম, ও হোল সর্বনাশী! ওর কথামতো চললে দেবতা আমাদের ওপর রাগ করবেন।—এ আমার কথা নয়, পুর্ব-পুরুষের কথা।

উল্লাস। কিন্তু তরঙ্গ যে বলে ওর নাকি দেবতার সঙ্গে কথা হয়েছে।

প্রবীণ। হয়েছে?

উল্লাস। হ্যাঁ।

প্রবীণ। (ব্যঙ্গ) তোমার কি এক হাঁড়িতেই নেশা চেপে গেল নাকি?

উল্লাস। কেন?

প্রবীণ। আমাদের সঙ্গে কথা না বলে দেবতা গেছেন ওর সঙ্গে কথা বলতে! তুমিও যেমন!

উল্লাস। তাহলে—

প্রবীণ। আরে—দেবতা কি মেয়েদের দেখা দেন—না—মেয়েরা দেবতার দেখা পায়?

উল্লাস। তবে—?

প্রবীণ। ওরা হোল স্রেফ নেশার উপকরণ। —এ আমার কথা নয়, পুর্ব-পুরুষের কথা।

উল্লাস। সে তুমি যাই বলো প্রবীণ,—আমার কিন্তু তরঙ্গকে বড্ড ভাল লাগে।

প্রবীণ। লাগবে না? ওর যে কাঁচা বয়েস।

[নিশাচরের প্রবেশ। চোখ জোড়া মদের নেশায় লাল। সে অল্প অল্প টলছে। লালসা মাখানো তার চাউনি।]

নিশাচর। কাঁচা বয়েস—! কাঁচা বয়েস আর তোমরা কি দেখেছ! দেখে এলাম আমি। আ! (আবেশে চোখ বুজলো)।

উল্লাস। আরে—নিশাচর যে। এসো এসো। বসো। তারপর—তোমাকে আজ ক'দিন দেখছি না কেন?—কোথায় ছিলে?

নিশাচর। পিপাসা নদীর ওপারে।

উল্লাস। পিপাসা নদী!—সে কোথায়?

নিশাচর। সে এক অদ্ভুত দেশ। কাঁচা বয়সের কথা বলছিলে না? আমি সাত দিন কাঁচা-বয়স-প্রাণ-ভরে চুমুক দিয়ে এলাম।

উল্লাস। কি রকম?

নিশাচর। শুধু রূপ-রস-আর গন্ধ। স্রোত বয়ে চলেছে। যতো ইচ্ছে প্রাণ ভরে পান করে নাও। আমাদের এখানকার মতো কেবল মাটি খোঁড়া, শস্য বপণ করা আর বাঁধ বাধার কাজ সেখানে নেই। আরে—আমাদের জীবনটা কি শুধু-রস-কষ-হীন পরিশ্রমের জন্য নাকি?—ছি!

উল্লাস। আমায় একবার সঙ্গে করে নিয়ে যাবি ভাই?

নিশাচর। যাবি?

উল্লাস। হ্যাঁ।

নিশাচর। এখন বলছিস। কিন্তু তখন আর মানবের সামনে সাহস পাবি না।—তোরা সব ভীতুর দল! কাপুরুষ! (উল্লাস মাথা নত করলো) কি হে প্রবীণ। কথা বলছো না যে?

প্রবীণ। কাল রাতে আবার সেই জানোয়ারটা এসেছে।

নিশাচর। (কৌতুকে) তাই নাকি?—প্রতিবিধানের জন্য পূজা দাও।

প্রবীণ। পূজায় কি আর তোমাদের বিশ্বাস আছে? তোমরা গায়ের জোরে সব করতে চাও। যতো অনাচার কাজ!

নিশাচর। আমার বিশ্বাস আছে প্রবীণ। সেবার তো জানোয়ারটাকে তুমিই তাড়ালে।

প্রবীণ। সেদিন আজ আর নেই নিশাচর।

নিশাচর। কেন?

প্রবীণ। এখন ঐ মেয়েটার পাল্লায় পড়ে তোমরা চলেছ কালো পাথরের

দেওয়াল ভাঙতে। হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি—মরবে, মরবে। এ আমার কথা নয়, পূর্ব-পুরুষের কথা।

নিশাচর। আমি মরতে চাই না প্রবীণ। মরার আগেই আমি পিপাসা নদীর ওপারে চলে যাবো। সেখানে গেলে আর মরণের ইচ্ছে থাকে না রে বুড়ো। শুধু রূপ-রস-গন্ধ। যতো ইচ্ছে চুমুক দাও।

[নবীনের বাঁশী বেজে উঠল। উল্লাস চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ালো।]

উল্লাস। সময় হয়েছে। চল মাঠে যাই।

নিশাচর। তুমি বড় বে-রসিক উল্লাস।

উল্লাস। কেন?

নিশাচর। সুরাপান করে কোথায় একটু মৌতাত আনবো—তা নয়—'মাঠে চল মাঠে চল'।—আমি যাবো না।

প্রবীণ। ঠিকই তো।—কেন যাবে?

উল্লাস। না গেলে নদীতে বাঁধ বাঁধা হবে না।

নিশাচর। তাতে আমার কি? আমার সুরা আছে।

উল্লাস। বন্যা এসে ডুবিয়ে দেবে।

প্রবীণ। বন্যা তো আসবেই। আরও পাপ করো।

নিশাচর। বন্যা আসার আগেই আমি পিপাসায়—সাঁতার দোব বন্ধু।

উল্লাস। (বিস্ময়ে) তুই দল-ত্যাগ করবি?.

নিশাচর। পিপাসার সায়রে আমি জীবনের নতুন সংবাদ পেয়েছি।

[নবীনের বাঁশী আরও জোরে বেজে উঠলো]

উল্লাস। তোমরা—যা ইচ্ছে করো—। আমি চললুম।

(দ্রুত বেরিয়ে গেল)

প্রবীণ। (ক্রোধে ও ঘৃণায়) ও দাস। ও মরবে।

নিশাচর। (হেসে) দাস! দাস ও একা নয় প্রবীণ। আমরা সবাই।

তুমি সংস্কারের দাস। উল্লাস কর্মের দাস। আর আমি—ভোগের দাস। হা হা হা।

প্রবীণ। তুমি নবীনের বাঁশীর ডাক শুনেও বসে রইলে। যাবে না?

নিশাচর। শস্য বহন আমার কাজ নয় বন্ধু। আমার কাজ ভোগ। ওরা মাথায় করে বয়ে নিয়ে আসুক। আমি ততোক্ষণ পিপাসার দিকে ঘুরে আসি।

(কয়েক পা গিয়ে)

কি—যাবে আমার সঙ্গে?

প্রবীণ। না। তুমিই যাও।

নিশাচর। (ব্যঙ্গের হাসি হেসে) বৃথাই তোমার জীবন। তুমি মাঠেও যাবে না। আবার ভোগকেও ভয় করবে।—তুমি মরো।

(নেশার লালসা নিয়ে প্রস্থান)

[অপমানে উত্তেজিত প্রবীণ কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো।]

প্রবীণ। (তীব্র ঘৃণায়) তোরা মরবি। ওরা মাঠের শস্য বইতে বইতে মরবে। আর তুই মরবি ভোগের জ্বালায়।—এ আমার কথা নয়। পূর্ব-পুরুষের কথা।

[অন্য পথে ক্রুদ্ধ প্রবীণ চলে গেল]

[বাঁশীর সুর মিলিয়ে গেছে। চারিদিকে তখন কর্মের কোলাহল। বহু দূরে কেউ মাটি কাটছে, শস্য বপন করছে, বাঁধ বাঁধছে, পাথর ভাঙছে। একটু পরে ক্লান্ত পায়ে মানবের প্রবেশ। তার সারা দেহে শ্রমের ক্লান্তি। সে এসে বেদীর নীচেয় হেলান দিয়ে বসলো। মানব কি যেন এক গভীর চিন্তায় মগ্ন। দিনের আলো তখন প্রখর।]

[তরঙ্গের প্রবেশ। মানবকে দেখে ধীর পায়ে কাছে এগিয়ে বেদীর ওপর বসলো]

তরঙ্গ। হঠাৎ কাজ ফেলে চলে এলে মানব?—(মানব নিরুত্তর) কি ভাবছো?

মানব। আজ আমি তোমার কাছে একটি সত্যি কথা জানতে চাই তরঙ্গ। তোমায় জবাব দিতে হবে।

তরঙ্গ। তোমার কোন কথাটির জবাব আমি দিইনি মানব? তুমি আকাশের কথা জানতে চেয়েছ। আমি জবাব দিয়েছি। তুমি বাতাসের কথা জিজ্ঞেস করেছ। আমি জবাব দিয়েছি। তুমি শস্যের কথা শুধিয়েছ। আমি তারও উত্তর দিয়েছি।

মানব। আকাশ বাতাস শস্যের কথা এখন থাক। তুমি তোমার কথা বলো।

তরঙ্গ। আমার!--আমার আবার কি কথা?

মানব। তুমি কাকে চাও?

তরঙ্গ। সম্রাটকে।—তোমাকে তো কতোবার বলেছি, আমি আমার সম্রাটকে চাই।

মানব। আমি সম্রাট। এই জনপদ, এই বনভূমি, এই—মাঠ প্রান্তর আকাশ—সবই আমার অধিকারে তরঙ্গ। সম্রাট আমি।

তরঙ্গ। আমাকে দেখতে দাও।

মানব। কি দেখবে তুমি?

তরঙ্গ। সম্রাটের ভূমিকা।

মানব। দেখোনি—যখন ঊষর মরুভূমি পার হয়েছি, দুর্গমগিরি উত্তরণ করেছি, খরস্রোত নদী সাঁতরেছি? দেখোনি—মানুষের শত্রু বনের হিংস্র জন্তুকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছি? দেখোনি—রক্তাক্ত শ্বাপদের লোলজিহ্বা পেশীর জোরে টেনে উপড়ে ফেলেছি?

তরঙ্গ। হ্যাঁ—দেখেছি।

মানব। তবে? তবে কেন এখনো আমাকে তুমি সম্রাট বলে মানতে নারাজ? কেন তুমি আমার সম্রাজ্ঞী হবে না?—(উত্তেজিত মানব তরঙ্গের মুখোমুখি দাঁড়ালো)

তরঙ্গ। তুমি অমন ভয়ংকর হয়ে উঠছো কেন মানব?

মানব। (আহত বিস্ময়ে) আমি তোমার চোখে ভয়ংকর!—আমি সুন্দর নই।··

তরঙ্গ। সুন্দর! পরম সুন্দর তুমি মানব। তুমি আমার চোখে—

মানব। আমি বিশ্বাস করিনা। আমি তোমার চোখে সুন্দর নই। আমি ভয়ংকর। আমি কুৎসিত। আমি—

তরঙ্গ। না।—অমন করে বলো না—মানব। আমার কষ্ট হয়। আমি তোমায় ভালবাসি।

মানব। (ব্যঙ্গ) ভালবাসা!—আকাশে সূর্য উঠলে তুমি আমাকে ঠেলে পাঠাও শস্যভূমিতে। আবার আকাশে চাঁদ দেখলে আমাকে শোনাও কালো পাথরের রূপকথা। যখন আমি সুরাপান করি, তুমি তখন ছুটে পালাও বনের আড়ালে। যখন আমি অসহায় ক্লান্ত হই, তখন আমার বুকে তুমি হাত বুলিয়ে ঘুমপাড়ানি গান গাও।

তরঙ্গ। আর বলো না মানব। দোহাই তোমার! আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে।

মানব। আসুক—। আসুক। তোমায় আমি সহজভাবে পাইনি। এবার আমি শক্তি দিয়ে তোমায়—অধিকার করবো। (মানব তরঙ্গের দিকে এগিয়ে গেল)

তরঙ্গ। না না না। না মানব। অমন কোর না। তোমার—শক্তির এমন অপব্যয় কোরনা মানব। এখনও কালো পাথর ভাঙা হয়নি।—তুমি জানো না মানব—তোমার এখনও কতো কাজ বাকী।

মানব। না; আমার কোন কাজ বাকী নেই। আমি শস্য পেয়েছি; ক্ষুধার আর ভয় নেই। আমি নদীর জল শাসন করেছি; তৃষ্ণা আমার

মিটবেই। আমি বনের হিংস্র-শ্বাপদ হনন করেছি; বাসভূমি এখন নিরাপদ। আমার আর কোন কাজ বাকী নেই।

তরঙ্গ। আছে আছে—আছে মানব।

মানব। না নেই।

তরঙ্গ। আছে। তুমি বিশ্বাস করো। আমি তোমায় মিথ্যা বলছি না। এখনও রাতের অন্ধকারে ভয় জাগে। এখনও দিনের আলোয় মোহ জাগায়। এখনও মৃত্যু এসে জীবনকে ছিনিয়ে যায়। মানব—অনেক—অনেক কাজ তোমার বাকী।

[হঠাৎ আকাশ জুড়ে আলোর খেলা সুরু হোল। ভেসে উঠলো গান 'চরৈবেতি—চরৈবেতি—চরৈবেতি।' আনন্দে যেন নেচে উঠল তরঙ্গ।]

তরঙ্গ। ঐ—ঐ শোন মানব। কালো পাথরের ও-পারে মন্ত্রধ্বনি উঠেছে।—জীবনের মন্ত্র। চলার মন্ত্র। বলছে এখনও অনেক কাজ বাকী। অনেক পথ বাকী।—শুনছো? তুমি শুনতে পাচ্ছো মানব?

মানব। (প্রচণ্ড উত্তেজনায়) না। আমি শুনতে পাইনি। আমি শুনতে চাই না। আমি সম্রাট। আমার কানে আসবে কেবল আমারই জয়ধ্বনি। তোমার ঐ ভয়ঙ্কর মন্ত্রধ্বনি শুনিয়ে আমাকে উন্মাদ করে দিও না।

[বেগে প্রস্থান]

তরঙ্গ। মানব—মানব! তুমি শুনলে না মানব। তুমি ছুটে চলে গেলে!……আমি পারলুম না তোমাকে শোনাতে।—আমি কি হেরে গেলুম! প্রভু—! কতোকাল আর মানবকে মন্ত্রহীন রাখবে তুমি! কতোকাল!

[কান্নায় যেন ভেঙে পড়লো তরঙ্গ। মন্ত্রধ্বনি ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে এলো। দেবতা এসে নীল আলোর স্বপ্নালোকে দাঁড়ালেন।]

দেবতা। ও চলে গেল?

তরঙ্গ। কে ?—ও সোমপ্রকাশ।

দেবতা। যাওয়াই ওদের ধর্ম। যাওয়াই ওদের রীতি।

তরঙ্গ। তুমি দেখেছ সোমপ্রকাশ ?

দেবতা। হ্যাঁ। তোমার চোখে জল দেখেছি। ওর চোখে হিংস্রতাও দেখেছি। কতো বিপরীত।

তরঙ্গ। কিন্তু কেন ও অভিমান করে চলে গেল ? আমি তো ওকে ভালবাসি !

দেবতা। মানুষকে ভালবাসা ! ওর ওপর অমন নির্ভর তুমি কোর না। তাহলে ঠকবে।

তরঙ্গ। কেন সোম ?

দেবতা। ওরা ভালবাসতে জানে না। শুধু চায়।

তরঙ্গ। কিন্তু জানো—ও শক্তিমান।

দেবতা। আমার চাইতে শক্তিমান ও নয়।

তরঙ্গ। ও কর্মী।

দেবতা। সকল কর্মের উৎস তো আমিই তরঙ্গ।

তরঙ্গ। ও সম্রাট।

দেবতা। না।—সম্রাটের ক্রীতদাস।

তরঙ্গ। (বিস্ময়ে) ক্রীতদাস !

দেবতা। হ্যাঁ, ক্রীতদাস। এই সৃষ্টিরাজ্যের সম্রাট আমি। আকাশ বাতাস মেঘ সমুদ্র সবই আমার শাসনে নিয়ন্ত্রিত। আর সবাই আমার ক্রীতদাস।

তরঙ্গ। তাহলে কেন তুমি বন্যায় শস্য ভাসাও ? কেন তুমি অনাবৃষ্টিতে হাহাকারের সৃষ্টি করো ? কেন তোমার সাম্রাজ্যে মৃত্যুর ভয় দেখাও সোম ?

দেবতা। আমি অতৃপ্ত তরঙ্গ।

তরঙ্গ। তুমি সম্রাট হয়েও—অতৃপ্ত !

দেবতা। হ্যাঁ অতৃপ্ত! বুকে আমার দারুণ ক্ষুধা। পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।

তরঙ্গ। ক্ষুধা!—কিসেব ক্ষুধা সোম?

দেবতা। এখন তোমায় সে কথা বলবো না। আগে বলো তুমি আমায় তৃপ্ত করবে?

তরঙ্গ। আমি সামান্য নারী। আমার কতোটুকু সাধ্য সোম যে তোমার বুকের ক্ষুধা মেটাবো।

দেবতা। তোমার যা আছে—যতোটুকু আছে, তাই আমাকে দেবে। আমি তাতেই তৃপ্ত হবো,—তুমি চলো আমার সঙ্গে।

তরঙ্গ। কোথায়—?

দেবতা। আমার প্রাসাদে। সেখানে প্রচুর আলো। প্রচুর জীবন। প্রচুর আনন্দ।

তরঙ্গ। কতোদিনের জন্য যাবো সোম?

দেবতা। চিরকালের জন্য। তুমি আমার—সম্রাজ্ঞী তরঙ্গ।

তরঙ্গ। (চমকে) না। না, সে হয় না। সে অসম্ভব সোম। আমি এখান থেকে তোমাব রাজপ্রাসাদে যাবো না।

দেবতা। এখানে যে অন্ধকার তরঙ্গ।

তরঙ্গ। আমরা আলো জ্বালবো।

দেবতা। এখানে দুঃখের হাহাকার।

তরঙ্গ। তার মাঝেই আনন্দ খুঁজে নোব।

দেবতা। এখানে যে মৃত্যুর যন্ত্রণা তরঙ্গ।

তরঙ্গ। জীবনের সাধনা তো আমরা করছিই সোম। তুমি আর বলো না। মানবকে ছেড়ে আমি যাবো না। যেতে পারি না।

দেবতা। (অবজ্ঞায়) জীবনের সাধনা! এখানে জীবন কোথায় পাবে?

তরঙ্গ। ঐ যে কালো পাথরের দেওয়াল—ওটাকে সরাতে পারলেই আমরা পাবো জীবনের মন্ত্র!

(দেবতা চমকে উঠলেন। একটু বিচলিত হলেন তিনি)

দেবতা। কি করে তুমি জানলে যে ওখানে আছে জীবনের মন্ত্র?—কার কাছে শুনলে?

তরঙ্গ। আমি স্বপ্ন দেখেছি। আমি কানে শুনেছি। আমায় ঋষি বলেছেন। তাই তো মানবকে আমি বলছিলুম শক্তির অপব্যয় কোর না। এখনও কালো-পাথরটা সরানো হয়নি।

দেবতা। মানব কি বলেছে?

তরঙ্গ। মানব বিশ্বাসই করতে চায় না।

দেবতা। স্বাভাবিক।—আর বিশ্বাস করেই বা লাভ কি। ঐ কালো-পাথরের ভিত এতো শক্ত এতো ভারী, আর এতো কঠিন যে, মানবের সাধ্যই নেই তাকে উপড়ে ফেলা।

তরঙ্গ। বন্ধ্যা জমি খুঁড়ে মানব কিন্তু শস্য পেয়েছে।

দেবতা। ঐ কালো পাথরের গায়ে উত্তপ্ত নিঃশ্বাস। একবার ছোঁওয়া লাগলেই মানব পুড়ে শেষ হয়ে যাবে।

তরঙ্গ। ঊষর মরুভূমির ছোবল বুকে নিয়ে যে মানব জনপদ তৈরি করেছে।

দেবতা। ঐ কালো পাথরের বুকে মৃত্যুর গর্জন তরঙ্গ।

তরঙ্গ। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেই মৃত্যুজয়ের সাধনা করবে মানব।—সোম, তুমি আর বাধা দিও না।

দেবতা। তরঙ্গ! তুমি কি পেয়েছ মানবের মধ্যে? তুমি কি জানো না যে ও দুর্বল, ও দ্বিধাগ্রস্থ, ও ক্রীতদাস? ওর জনপদে মৃত্যু। ওর সমাজে লোভ আর হিংসার কাড়াকাড়ি। ওর ওপর এতো টান কেন তোমার?

তরঙ্গ। ও দুর্বল বলে। ও দ্বিধাগ্রস্থ বলে। ও অসহায় বলে। জানো সোম—তোমার মতো নিজেকে ও জানে না, চেনে না, বোঝে না। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে শিশুর খেলায় মেতে যায়। ফুলের রসে সুরা বানাতে বসে। ও অল্প পেলে ভাবে অনেক পেলাম। মুঠিকে মনে করে বিশ্বজগৎ।

দেবতা। ও নির্বোধ!

তরঙ্গ। ও সরল। সরল বলে আজও সামান্য সুখে হাসে। সামান্য দুঃখে কাঁদে। আমি কাছে যাইনি বলে, অভিমান করে নিজেকে কষ্ট দেয়। অন্ধকারে একাকী চোখের জলে বুক ভেজায়।—সোম, তুমি বলো—মানবের জন্য তোমার কষ্ট হয় না?

[তরঙ্গের কথায় দেবতা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। স্বপ্ননীল আলোটা যেন বিষণ্ণ ও ম্লান হয়ে পড়লো]

দেবতা। ঐ দেখো তরঙ্গ। জনপদ থেকে মানুষ আসছে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে। ওরা পুজা নিবেদন করবে তোমার ঐ কালো পাথরের পায়ে। আর তুমি চাইছো ভাঙতে! তোমার স্পর্ধা দেখে আমি অবাক হচ্ছি তরঙ্গ!

[দেবতার আলো নিভে গেল। দেবতা আর দৃশ্যমান নন।]

[পুজার মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে ১ম ও ২য় সহ প্রবীণের প্রবেশ। প্রবীণের হাতে পুজার উপাচার]

তরঙ্গ। তোমরা কোথায় চলেছ?

১ম। পুজা দিতে।

২য়। ঐ মহাকালের পায়ে।

তরঙ্গ। কে বললো ও মহাকাল?

১ম। আমাদের পুর্ব পুরুষেরা।

২য়। আমাদের পুরোহিতরা।

তরঙ্গ। ও মহাকাল নয়। ওটা হোল পথের প্রতিবন্ধক।

প্রবীণ। দেখো তরঙ্গ। তোমাকে বার বার নিষেধ করেছি, আমাদের জনপদে তুমি অশান্তির সৃষ্টি কোরনা।

তরঙ্গ। (বিস্ময়ে) আমি অশান্তির সৃষ্টি করেছি!

প্রবীণ। নিশ্চয়ই। তুমি আমাদের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করেছ। তুমি আমাদের মহাকাল নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করেছ।

১ম। পাপ পাপ। বিষম পাপ।

২য়। ওর মুখ দেখাও পাপ।

প্রবীণ। তোমার কাছে হাত জোড় করছি তরঙ্গ। তুমি আমাদের দেবতা নিয়ে ব্যঙ্গ কোরনা। আমরা ঐ-দেবতা নিয়েই সুখে আছি।

১ম। ব্যঙ্গ করলে ও মরবে।

২য়। ব্যঙ্গ করলে ও পুড়বে।

তরঙ্গ। তোমাদের সঙ্গে মানব আসেনি?

প্রবীণ। তবে আর বলছি কি! তুমিই তার মাথাটি খেয়েছ। সে গেছে পুজা ফেলে পিপাসা নদীতে বাঁধ বাঁধতে।—সে মরবে।—এ আমার কথা নয়, পুর্ব-পুরুষের কথা!

[তরঙ্গ আনন্দে যেন নৃত্য করে উঠলো।]

তরঙ্গ। গেছে? মানব নদীতে বাঁধ বাধতে গেছে? ও তাহলে সুরার নেশায় অবশ হয়ে থাকেনি?—সোম, শুনলে সোম। মানব গেছে পিপাসার স্রোত শাসন করতে। আমি জানতাম মানব যাবেই। ওকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না। ওর শক্তি কালজয়ী।

প্রবীণ। মহাকালের পুজা ফেলে নদীতে বাঁধ বাধলে কালজয়ী হতে হবে না। হবে কালক্ষয়ী।—এ আমার কথা নয়; পুর্ব-পুরুষের কথা।

১ম। দেশের সর্বনাশ হবে।

২য়। জনপদ ধ্বংস হবে।

১ম। আমরা এর প্রতিবাদ করবো।

২য়। দরকার হলে আঘাত করবো।

প্রবীণ। শেষ পর্যন্ত তাই করতে হবে। দেবতার পুজা নিয়ে কোন অবিশ্বাস কোন অবিচার আমরা সহ্য করবো না।

১ম। দরকার হলে আমরা বিদ্রোহ করবো।

২য়। প্রয়োজন হলে আমরা লড়াই করবো।

প্রবীণ। এখনও সময় আছে তরঙ্গ। নিজেকে যদি ধ্বংস করতে না চাও তাহলে জনপদ ছেড়ে বিদেয় হও—ওহে তোমরা এসো।

[মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে প্রবীণ সহ ১ম ও ২য় জন কালো পাথরের দিকে এগিয়ে গেল। ১ম ও ২য় কালো পাথরের দূরে ভক্তি সহকারে দাঁড়ালো। প্রবীণ পুজায় বসতে প্রস্তুত হচ্ছে। নেপথ্যে দেবতার কণ্ঠস্বর ভেসে এল।]

নেপথ্যে দেবতা। তরঙ্গ। সৃষ্টির সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্রাট আমি। ঐ কালো-পাথর অবধি মানবের শেষ সীমানা। ওর ও-পারে যাবার লোভ তুমি কোর না।

[তরঙ্গ নির্বাক। নিস্পন্দ। প্রবীণ পুজায় বসতে উদ্যত। এমন সময় বেজে উঠলো নবীনের বাঁশী। আনন্দে নেচে উঠল তরঙ্গেব মন। প্রবীণ বিরক্তির সঙ্গে পুজা বন্ধ করলো]

তরঙ্গ। বাজাও। আরও জোরে—আরও সুরেলা করে বাজাও নবীন। ওদের পুজার মন্ত্রোচ্চারণ ছাপিয়ে তোমার বাঁশীর মন্ত্র বেজে উঠুক।

প্রবীণ। থামাও। বাঁশী থামাও। আমাদের মন্ত্রোচ্চারণে ভুল হয়ে যাচ্ছে।

তরঙ্গ। বাজাও। নবীন বাজাও।

প্রবীণ। থামাও। বাঁশী থামাও—

তরঙ্গ। বাজাও—বাজাও—বাজাও—

[তরঙ্গের আকুল কণ্ঠস্বর এবং নবীনের বাঁশীর সুরে প্রবীণের চীৎকার হারিয়ে গেল। সমস্ত জগৎময় ছড়িয়ে পড়লো নবীনের বাঁশীর সুর।]

[—মঞ্চের আলো নিভে গেল—]

তৃতীয় দৃশ্য

[চারিদিক শান্ত হয়ে এসেছে। দিনের প্রখর আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিক। মানুষ কাজ করছে এবং তার বিভিন্ন শব্দ ভেসে আসছে। একটু পরে নিশাচর ও উল্লাস প্রবেশ করলো। নিশাচরের চেহারায় ভোগের ক্লান্তি, উল্লাসের অবয়বে কাজের ছাপ।]

নিশাচর। এখানে একটু বসা যাক। অনেকটা পথ হেঁটে আর রাত জেগে এখন যেন ঘুম আসছে। (হাই তুললো এবং বেদীতে বসলো)।

উল্লাস। আমারও বসতে ইচ্ছে করছে ভাই। (ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেলে পাশে বসলো)

নিশাচর। কেন—তুইও কি আমার মত রাত জেগেছিস ?

উল্লাস। হ্যাঁ।

নিশাচর। কোথায় ?

উল্লাস। কাল সারারাত আমি মাঠের জমিতে আল বেঁধেছি।

নিশাচর। অপদার্থ !—আমি কাল সারারাত বনের আড়ালে নারী আর সুরা পান করেছি।

উল্লাস। তোকে কাল আমরা সবাই খোঁজ করছিলুম।

নিশাচর। তাই নাকি ? (হাসি)

উল্লাস। কি হাসছিস যে ?

নিশাচর। পৃথিবীতে এতো ভোগের উপকরণ ! অথচ সে সব তোরা দেখতেও পেলি না। অপদার্থ !

উল্লাস। কি করবো বল !—উপায় কি ?

নিশাচর। কেন—আমার মত বেরিয়ে আয়। আমার মত বেপরোয়া

হয়ে ওঠ। আরে অনেক কাল তো আমরা কষ্ট করেছি। এবার সুখের পালা।

উল্লাস। বেরিয়ে পড়তে তো ইচ্ছে হয় ভাই—কিন্তু পারছি কই? মাঝে মাঝে মনটা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। হয়তো পাথর মাথায় করে বাঁধের দিকে এগোচ্ছি, হঠাৎ কে যেন কানে কানে বলে ওঠে—"কষ্ট করে লাভ কি? তোর মাথার পাথর ফেলে দে।"

নিশাচর। বটে!

উল্লাস। হয়তো বন কেটে বসত বানাচ্ছি—কাঁটার আঘাত লেগে শরীর থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। হঠাৎ কে যেন পেছন থেকে বলে ওঠে—"ফেলে দে তোর হাতের অস্ত্র।"

নিশাচর। তুই ফেলে দিস?

উল্লাস। হুঁ। ফেলে দিই—কিন্তু ফেলে রাখতে পারি কই!

নিশাচর। কেন?

উল্লাস। সেই যে তরঙ্গ—কোথা থেকে যেন টের পেয়ে ছুটে আসে। এসে আবার মাথায় পাথর তুলে দেয়। হাতে তুলে দেয় অস্ত্র।

নিশাচর। হা-হা-হা-হা। তরঙ্গকে তুই ভালবেসে ফেলেছিস?

উল্লাস। তরঙ্গ আমাদের সবাইকেই ভালবাসে।

নিশাচর। কি রকম দেখতে তোর তরঙ্গ?

উল্লাস। তুই তো দেখেছিস। তোর মনে নেই?

নিশাচর। বল না আর একবার। আমার পিপাসা নদীর ওপারের নারীর সঙ্গে আমি তুলনা করবো।

উল্লাস। দেখ ভাই—যতবার আমি তরঙ্গকে দেখি ততবার মনে হয় সে যেন নতুন—সে যেন অনন্ত।

নিশাচর। কি রকম?

উল্লাস। আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না। তার হাসি—তার গান—

তার কথা—তার ভাষা—চোখ বুঁজে মনে হয় খুব কাছের। চোখ মেলে দেখা যায়—খুব দূরের। সে ধরা দেয়। কিন্তু তাকে ধরা যায় না।

নিশাচর। আমার সঙ্গে একটু ভাল করে পরিচয় করিয়ে দিতে পারিস ?

উল্লাস। বেশ তো। তুই আমার সঙ্গে আজ মাঠে চল।

নিশাচর। দূর দূর! মাঠে গিয়ে কি পরিচয় করবো ?

[গুহা থেকে হাসতে হাসতে শয়তানের প্রবেশ]

শয়তান। সত্যিই তো। মাঠে পরিচয় হবে কেন? পরিচয় হবে বনে। দিনের আলোয় নয়—রাতের অন্ধকারে। তবেই তো বুঝবে-সে কত সুন্দরী।

নিশাচর। (সোল্লাসে) চমৎকার! বড় সুন্দর কথাটি বলেছ তো তুমি। ঠিক এই কথাটি আমি চেষ্টা করেও খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

শয়তান। এ ধরনের অনেক কথা আমার জানা আছে। তুমি যদি শিখতে চাও—তবে শিখিয়ে দেব।

নিশাচর। তোমার পরিচয় ?

শয়তান। দেবার মত কোন পরিচয় আমার নেই। আর তা'ছাড়া নাম বললেও চিনতে পারবে না। তবে তোমাদের তরঙ্গ আমায় চেনে।

নিশাচর। তরঙ্গকে তুমি জান ?

শয়তান। বিলক্ষণ! ওর আদ্যোপান্ত জানি। ওর পেশা কি তাও জানি। ওর নেশা কি তাও জানি।—তরঙ্গ আমার অনেককালের পরিচিত।

উল্লাস। তুমি কি আমাদের জনপদের অধিবাসী ?

শয়তান। না। হ্যাঁ,—তা বলতেও পারো। আবার নাও বলতে পারো।

নিশাচর। বাস চুলোয় যাক্। তরঙ্গর কথা তুমি কি বলছিলে ?

'শয়তান। কেন—শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে ?

নিশাচর। (শয়তানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে) লোভ হচ্ছে।

শয়তান। তাতে লাভ নেই।

নিশাচর। কেন?

শয়তান। তরঙ্গ এখন মানবের। সেখানে নিশাচরের ঠাঁই নেই। তার জীবন-যৌবন সবই মানবের সেবায়।

[দূরে নবীনের বাঁশি বেজে উঠলো। চঞ্চল হয়ে উঠলো উল্লাস।]

উল্লাস। আমি মাঠে চললুম। তরঙ্গের গল্প না শুনে গিয়ে দেখতে পারো।

[দ্রুত প্রস্থান]

শয়তান। অথচ তুমি কত সুন্দর! অফুরন্ত তোমার যৌবন। মানব তোমার কাছে তো ছার!

নিশাচর। (লালসায় নেশাগ্রস্থের মত) তরঙ্গকে আমি চাই।

শয়তান। চাই!—অমন করে মুখে বললে কি আর তাকে পাওয়া যায়? তাকে পেতে হ'লে সাধনা করতে হবে।

নিশাচর। আমি শক্তিমান।

শয়তান। সেই সঙ্গে রাত্রির সাধনা করো।

নিশাচর। সেটা আবার কি? আমি ঐ উর্ধ্ববাহু নিম্নমুখ হ'তে পারবো না।

শয়তান। না-না। রাত্রির সাধনা ঠিক এর বিপরীত। তরঙ্গ বাঁধ বাঁধলে তুমি ভেঙ্গে দেবে। শস্য ফলালে চুরি করবে। বন কাটলে আগুন জ্বালাবে।

নিশাচর। তাতে তরঙ্গ কোথায়?

শয়তান। আছে-আছে। তাতেই তরঙ্গ। দ্বিধাগ্রস্থ শঙ্কিত মানবকে তরঙ্গ মহামানব করে গড়ে তুলতে চায়। তাকে রোধ করো। মানবের

বিশ্বাস শিথিল করে দাও। বাড়িয়ে তোল দ্বিধা। এখনও সময় আছে নিশাচর। এর পর হাজার মাথা খুঁড়লেও মানবের বুক থেকে তুমি তরঙ্গকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

[দূর থেকে ঋষির স্তবগান ভেসে উঠলো :
অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময় আবিরাভীর্মএধি]

(শয়তান স্তবগান শুনে বিচলিত হয়ে পড়লো)

শয়তান। আমি আর দাঁড়াতে পারছিনা। যা বললুম—অক্ষরে অক্ষরে পালন করা চাই। তাহলে তরঙ্গের অনন্ত যৌবনে তুমি সাঁতার কাটতে পারবে। নইলে মানব কিন্তু মহামানব হয়ে যাবে।

[দ্রুত গুহার মধ্যে চ'লে গেল]

(অভিভূত নিশাচর নেশাগ্রস্থের মত বেদীর উপর বসলো। তুলে নিল মদের পাত্র। মদে চুমুক দিল। ভয়ঙ্কর লালসায় সে যেন আচ্ছন্ন।)

[বন পথ থেকে বৃদ্ধের প্রবেশ]

(নিশাচরকে সুরাপান করতে দেখে এগিয়ে এলেন)

বৃদ্ধ। এখানে একাকী বসে কি করছো নিশাচর? তোমার কাজ নেই?

নিশাচর। আমি সুরাপান করছি। এই আমার কাজ।

বৃদ্ধ। এর চাইতে অনেক বেশি নেশার সুরা তোমায় পান করাবো। আমার সঙ্গে এসো।

নিশাচর। তুমি তো উর্দ্ধনেত্র হ'য়ে ব'সে থাকো। অমন ভাবে আমি নেশা করতে পারবো না।

বৃদ্ধ। (মৃদুহেসে) তুমি স্বাভাবিক ভাবেই বসে থেকো।

নিশাচর। তোমার ঐ কঠিন শব্দের মন্ত্রোচ্চারণ করতেও আমি অক্ষম।

বৃদ্ধ। তোমাকে মন্ত্র পাঠ করতে হবে না। তুমি বসে থেকে কেবল শুনবে।

নিশাচর। আমাকে রেহাই দাও বৃদ্ধ। এখন আমি তরঙ্গের কথা ভাবছি। তুমি বিদেয় হও।

বৃদ্ধ। বসে বসে সুরা পান করলে আর তরঙ্গের কথা ভাবলে—সে কি আসবে ?

নিশাচর। তাকে কি ক'রে আনতে হবে সে মন্ত্র আমি পেয়ে গেছি। তোমায় উপদেশ দিতে হবে না।

বৃদ্ধ। কার কাছ থেকে পেলে ?

নিশাচর। (আচ্ছন্নের মত) তাব নাম আমি জানি না। কালো পোষাক পরা। চোখ জোড়া লাল। সর্বক্ষণ সে হাসছে। অথচ অমন ভয়ঙ্কর হাসি আমি দেখিনি। কী সুন্দর! কী অপুর্ব! আর কী অদ্ভুত!

[বৃদ্ধ চমকে উঠলেন। কাছে এগিয়ে গেলেন নিশাচরের।]

বৃদ্ধ। তুমি আমার সঙ্গে এসো। আমি মিনতি করছি, তুমি আমার ওখানে সুরাপান করবে। বিশ্রাম নেবে।

নিশাচর। (তীব্র উত্তেজনায়) না-না-না। তুমি যাও। চলে যাও এখান থেকে। এখন আমার সময় হবে না। যাও।

[নিশাচরের ভয়ঙ্কর মুর্তি দেখে ঋষির বুক থেকে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে এল। নেশায় উন্মাদ নিশাচরের দিকে বিষন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে চলে গেলেন। নিশাচর টলতে টলতে বেদীর দিকে এগোল। আবার স্তবগান ভেসে উঠলো।]

—অসতো মা সদ্‌গময়—

নিশাচর। (চীৎকার করে উঠলো) চুপ করো। ওতে আমার নেশার মৌতাত কেটে যায়। (হাঁফাতে থাকলো নিশাচর)

—তমসো মা জ্যোতির্গময়—

নিশাচর। (কানে হাত চাপা দিয়ে) না-না-না। ও মন্ত্র আমি শুনতে চাই না। ও মন্ত্র আমার জন্য নয়। আমার জন্য নয়।

[নিশাচর ভয়ঙ্কর ভীতি নিয়ে টলতে টলতে ছুটে পালালো। ততক্ষণে সমস্ত বনময় সমস্ত বিশ্ব-জগৎ মন্ত্রে ভরে গেছে]

—অন্ধকার—

চতুর্থ দৃশ্য

[চারিদিক কিছু সময়ের জন্য নিস্তব্ধ। একটু পরে দূরে শোনা গেল অনেক মানুষের সমবেত কোলাহল। ভীতির বাজনা বেজে উঠলো। কিছু পরে বন পথ ধরে প্রবেশ করলো উত্তেজিত মানব। পিছন পিছন শিলাল এবং উল্লাস।]

মানব। শিলাল।

শিলাল। প্রভু।

মানব। অন্ধকার রাতে যেদিন প্রথম পথে বের হই, সেদিন আমার মনে শংকা ছিল। সংকোচ ছিল। অজানায় ছিল ভয়।

শিলাল। আমাদের হাতে আলোও ছিল না প্রভু।

মানব। কিন্তু তুমি আমার পাশে ছিলে। আমার দ্বিধা-কম্পিত পদক্ষেপ দেখে তুমি বলেছিলে, "ভয় নেই। আমি আছি।"

শিলাল। বলেছিলুম—আমি প্রভুর ক্রীতদাস।

মানব। আজ জনপদে এসে সেদিনের সেই শিলাল কি তার কর্তব্য ভুলে গেল?

শিলাল। না প্রভু। আমি আজও সেবক। তোমার দাস। তুমি যা বলবে—আমি ভাল মন্দ বিচার না করে লাভ-ক্ষতির হিসেব না কষেই করবো।

মানব। আমি কি বিশ্বাস করতে পারি, আমার সেদিনকার অন্ধকারের সাথী আজও তেমনি প্রশ্নহীন সঙ্গী?

শিলাল। শুধু আজ নয়। আমরণ প্রভু।

মানব। তাহলে কাল রাতে কে আমার শাসিত নদীতে বন্যা এনে শস্য ডুবিয়েছে? কার এতো বড় দুঃসাহস যে আমার ঘরের আলো নিভিয়ে দেয়?

শিলাল। আমি জানিনা প্রভু।

মানব। তুমি কাউকে সন্দেহ করো ?

শিলাল। তুমিই আমায় শিক্ষা দিয়েছ—সন্দেহ করা পাপ।

মানব। সে-কথা এখনও আমি বিশ্বাস করি শিলাল। আর বিশ্বাস করি বলেই আমি এখনও সিদ্ধান্তে পৌছাই নি।

শিলাল। তবু আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে প্রভু।

মানব। নিশ্চয় নিতে হবে শিলাল। সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। একবার যখন আমাদের মধ্যে প্রতারণা সুরু হয়েছে—তখন এর শেষ পরিণতি অনেক দূর।—অনেক দূর!

শিলাল। এখন আমরা তাহলে কি করবো ?

মানব। (বিচলিত হয়ে) কী যে করবো আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না শিলাল। আমি হিম-প্রবাহে বিভ্রান্ত হইনি। আমি খরস্রোতে বিচলিত হইনি। আমি মৃত্যুর মুখেও বিমূঢ় হইনি। আর আজ নিরাপদ জনপদে এসে আমি বিভ্রান্ত। আমি বিমূঢ়। আমি বিচলিত।

উল্লাস। প্রভু। আমার একটা নিবেদন আছে। যদি অনুমতি দাও—

মানব। বলো।

উল্লাস। কাল রাতে বাঁধের কাছে আমি নিশাচরকে ঘুরতে দেখেছি।

মানব। বাঁধের কাছে নিশাচর!—শিলাল, নিশাচরকে ডেকে নিয়ে এসো। (শিলালের প্রস্থান)

মানব। কিন্তু বাঁধ ভেঙে নিশাচরের লাভ কি ?

উল্লাস। তা জানি না। তবে সে আজকাল আমাদের সঙ্গে কাজে যায় না। যে যেতে চায়, তাকেও বাধা দেয় সে। তরঙ্গের প্রতি তার লোভ।

(গুহা থেকে শয়তানের প্রবেশ)

শয়তান। লোভ বলতে! অমন লোভ আমি বনের পশুদের মধ্যেও দেখিনি।

মানব। সুরাপ্রিয়। তুমি কি করে জানলে ?

শয়তান। বারে! সে যে রোজ সন্ধ্যা বেলায় একবার আমার ঘরের পাশ দিয়ে যায়। পিপাসা নদীর ওপর তার বড্ড টান।

মানব। জনপদে বিষম অশান্তির সৃষ্টি করেছে নিশাচর।

শয়তান। করবেই তো।

মানব। করবে!

শয়তান। নিশ্চয়ই। সে তো কাউকে পরোয়াই করে না। এমন কি তোমাকে দলপতি বলে মানতেও সে নারাজ।

মানব। নিশাচরের স্পর্ধা অনেকদূর উঠেছে উল্লাস।

উল্লাস। আমরা সেজন্য সকলেই দুঃখিত।

শয়তান। আমি কিন্তু এই তুচ্ছ ব্যাপারে দুঃখিত নই বন্ধু।

মানব। (বিস্ময়ে) একে তুমি তুচ্ছ বলছো সুরাপ্রিয়? তুষার-গলা পাহাড়, উষর মরু, ভয়ংকর বন, উত্তাল নদী পেরিয়েছি একসঙ্গে। হিংস্র জন্তুর থাবা প্রতিরোধ করেছি হাতে হাত বেঁধে। অন্ধকারের মধ্যে একে অন্যকে বুক দিয়ে আগলেছি। যুদ্ধ করেছি ঝড় জল আর জলোচ্ছ্বাসের বিরুদ্ধে। আর আজ—জনপদে এসে সে হয়ে দাঁড়াল আমার প্রতিদ্বন্দ্বী!

শয়তান। মানব! তোমার কথা শুনলে হাসি পায়, এতো সরল তুমি।

মানব। তাহলে তুমি বলতে চাও, নিশাচর আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়?

শয়তান। না। সে হোল উপলক্ষ্য।

মানব। (বিস্ময়ে) উপলক্ষ্য?

শয়তান। হ্যাঁ, উপলক্ষ্য। তোমার আসল প্রতিদ্বন্দ্বী রয়েছে অন্তরালে। যার নাগাল তুমি সহজ বুদ্ধিতে খুঁজেও পাবে না।—এসো, সুরা পান করা যাক।

মানব। (বাধা দিয়ে) কে সে?

শয়তান। আ! অতো ব্যস্ত কেন? আগে সুরা পান করা যাক।

মানব। না। আগে বলো সে কে?

শয়তান। আমি কিন্তু তোমার মতো কণ্ঠস্বর উঁচিয়ে কথা বলতে পারবো না। (উল্লাসের দিকে বিশেষ ভঙ্গীমায় ইঙ্গিত করলো)

মানব। উল্লাস। (উল্লাস বেরিয়ে গেলো)

এবার বলো।

শয়তান। কিন্তু বন্ধু—বলে লাভ কি ?

মানব। তার মানে ?

শয়তান। তুমি তো আর তার সঙ্গে লড়াই করে পারবেনা। সে প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী।

মানব। তুমি জানো না সুরাপ্রিয়।—সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে কী প্রচণ্ড লড়াই করে যেতে হচ্ছে। এই ঝড়—এই জল—এই বিদ্যুৎ—এই অন্ধকার—এই মৃত্যু। চারিদিক থেকে একের পর এক আমাকে শেষ করে ফেলতে উদ্যত।

শয়তান। শুধু উদ্যত নয়। সে তোমাকে শেষ করে দিতেই বদ্ধপরিকর।

মানব। কে সে ?—জবাব দাও।

শয়তান। ঐ পাহাড়ের চুড়ো থেকে নেমে আসে সে। ঐ উঁচুতেই তার বাস।

মানব। সমতলে তার কি দরকার ?

শয়তান। বাস করে উঁচুতে। অধিকার চায় সমতলের। দাবিয়ে রাখতে চায় গুহা-গহ্বর।

মানব। ত্রি-ভুবন ?

শয়তান। ঠিক ধরেছ। ত্রি-ভুবন। ত্রি-ভুবনের সম্রাট হতে সে উন্মাদ।

মানব। মানবের সঙ্গে পাঞ্জা কষার মজা টের পায়নি এখনও।

শয়তান। নির্বোধ।

মানব। কে ?

শয়তান। তুমি। সে তোমার সঙ্গে পাঞ্জা কষবে কেন ?

মানব। তুমি যে বললে সে সম্রাট হতে চায় ?

শয়তান। চায় কি! সে ঘোষণা করেছে যে সমতলের সে সম্রাট।

মানব। আমি তার মুখোমুখি দাঁড়াতে চাই সুরাপ্রিয়।

শয়তান। সে কোনদিনই তোমার মুখোমুখি দাঁড়াবে না বন্ধু। তার ইচ্ছা পুরণ করবে—

মানব। থামলে কেন?

শয়তান। তুমি দুঃখ পাবে।

মানব। না।

শয়তান। তুমি বিস্মিত হবে।

মানব। না।

শয়তান। তুমি পাগল হয়ে যাবে।

মানব। (চীৎকার করে) না না—

শয়তান। তরঙ্গ।

মানব। (বিস্ময়ে) তরঙ্গ!

শয়তান। হ্যাঁ, তরঙ্গ। তার ইচ্ছা পুরণ করবে তরঙ্গ। যাকে তুমি—ভালবাসো। যাকে তুমি সম্রাজ্ঞী করতে চাও। যার হাতে তোমার বিশ্বাস ন্যস্ত করেছো।

[মানব বিস্ময়ে পাথরের মতো নিথর হয়ে গেল—কিছু সময়ের জন্য লোপ পেয়ে গেল তার স্বাভাবিক বুদ্ধি। ক্রুর হাসি রেখায়িত হোল শয়তানের মুখে।]

শয়তান। মানব……মানব… …। মানব!

মানব। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে) আমি বড় দুর্বল বোধ করছি সুরাপ্রিয়। —এসো, পান করা যাক।

[বেদীর কাছে রক্ষিত সুরার পাত্র ধরে সবটুকু একসঙ্গে চুমুক দিলো মানব। বুকটা যেন আজ জ্বলে উঠলো]

শয়তান। করবেই তো। তুমি কেন? আমি তুমি হলেও দুর্বল বোধ করতুম। সুরার নেশায় ডুবে থাকতুম দিনরাত। (মানবের দিকে আর

একবার ক্রূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে) নাও, আর একবার চুমুক দাও। প্রতারণার দুঃখ দূর করো।

[শয়তান মদের পাত্র মানবের মুখের সামনে তুলে ধরলো। মানব আচ্ছন্নের মতো চুমুক দিল।]

মানব। সুরাপ্রিয়! তরঙ্গ আমায় বলেছিল, পিপাসা নদীতে বাঁধ বাঁধতে। নইলে জোয়ার এসে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

শয়তান। তরঙ্গ দেবতাকে বলেছে—সমতল অরক্ষিত। মানবেরা দুর্বল।

মানব। তরঙ্গ আমায় উপদেশ দিয়েছিল—অন্ধকার রাত এলেই আমি যেন পথের মাঝে আলো জেলে রাখি।

শয়তান। তরঙ্গ দেবতাকে ইঙ্গিত দিয়েছে—পূর্ণিমার রাত এলেই মানবেরা মদের নেশায় মাতাল হয়ে থাকে।

মানব। তরঙ্গ আমায় আশ্বাস দিয়েছিল—ঐ কালো পাথরের ওপারে রয়েছে জীবন।

শয়তান। তরঙ্গ দেবতার কানে কানে বলেছে—মৃত্যুর দিকে ধীরে ধীরে পা বাড়াচ্ছে মানব।

মানব। (মদের পাত্র ছুঁড়ে ফেলে) দূর হও। দূর হও এখান থেকে। আমি কাউকে চাই না।—কাউকে নয়…। ঈশ্বর!—না আমি তোমাকেও ডাকবো না।

[ক্রূর হাসিতে শয়তানের মুখমণ্ডল ভরে গেল। আস্তে আস্তে চলে গেল সে।]

[শিলালসহ নিশাচরের প্রবেশ]

নিশাচর। আমায় ডেকেছ মানব?

[মানব জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে উঠে দাঁড়াল। তারপর টলতে টলতে নিশাচরের মুখোমুখি দাঁড়ালো সে।]

মানব। কোন্ সাহসে পিপাসা নদীর বাঁধে হাত দিয়েছিস্?

নিশাচর। আমার খুসী।

মানব। খু—নী!

[মানব ঝাঁপিয়ে পড়ে বজ্রমুষ্টিতে গলা চেপে ধরলো নিশাচরের।]

তোকে শেষ করে দোব।

[নিশাচর প্রাণপণ শক্তিতে মানবের বজ্রমুষ্টি ছাড়াতে নিস্ফল চেষ্টা করতে থাকে।]

[ছুটতে ছুটতে তরঙ্গের প্রবেশ]

তরঙ্গ। মানব······মানব···এ সব কি হচ্ছে? ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। (জোর করে দু'জনকে ছাড়িয়ে দিয়ে) ছি ছি ছি! এমন নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছ মানব যে সঙ্গীর গায়ে হাত ওঠাও!

[নিশাচর ক্রোধে উন্মাদ। পরাজয়ের অপমানে বিহ্বল। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিলো।]

নিশাচর। আমরা এক সঙ্গে পথ চলা সুরু করেছিলাম। ঠিক আছে। এখন হয় তুমি গড়বে—আমি ভাঙবো। না হয়, আমি গড়বো—তুমি ভাঙবে। (সবেগে নিশাচরের প্রস্থান)

তরঙ্গ। নিশাচর—নিশাচর—।—এ তুমি কি করলে মানব! ওকে তুমি ভাঙবার দিকে ঠেলে দিলে?—শিলাল, তুমি যাও। ওকে বুঝিয়ে ফেরাও। যাও। (জোর করে শিলালকে পাঠিয়ে দিল) (মানবের দিকে ফিরে) কতো বড় অন্যায়—কতো বড় ভুল তুমি করলে মানব।

মানব। তোমার আর কোন কথা আছে তরঙ্গ?

তরঙ্গ। আছে মানব। আমার অনেক কথা বলার আছে। কিন্তু তুমি—

মানব। নেশাগ্রস্থ—তাই না? হ্যাঁ, আমি সুরা পান করেছি। করবো। তাতে তোমার কি?

তরঙ্গ। আমার অনেক—অনেক এসে যায় মানব। তুমি সুরা পান করে মানুষ থাকো না। তুমি—

মানব। অমানুষ হয়ে যাই—না? (ব্যঙ্গ) অমানুষ! হ্যাঁ, আমি তোমার দেবতা না হয়ে অমানুষ হতে চাই। আমার কাছে তুমি এসো না। সরে যাও, চলে যাও এখান থেকে।—(মানব যন্ত্রণায় যেন ককিয়ে উঠলো)

তরঙ্গ। (বিস্ময়ে) তুমি কি পাগল হলে মানব!

মানব। তরঙ্গ! আমি সমতলের অধিবাসী। উঁচু চুড়োর ছলা-কলা আমি বুঝি না। আমাকে তুমি রেহাই দাও।

তরঙ্গ। এ সব কি বলছো তুমি?

মানব। হ্যাঁ হ্যাঁ—ঠিকই বলছি। আমি সুরাপান করেও মাথা ঠিক রাখতে পারি তরঙ্গ। পারি না তোমার ছলনাময়ী চোখের দিকে তাকিয়ে। দোহাই তোমার! আমার পথ থেকে তুমি সরে দাঁড়াও। আমাকে একলা চলতে দাও।

তরঙ্গ। তুমি তো একলাই পথ চলেছ মানব। আমাকে আর কোথায় তুমি ডাকছো?

মানব। বটে! বড় সুন্দর তোমার চোখ! বড় মিষ্টি তোমার কণ্ঠস্বর! পৃথিবীর মানব তোমার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবছে—তুমি কার!

তরঙ্গ। মানব!

মানব। আমি ভাবতুম—আমার। ভাবতে ভাবতে ছুটে যেতাম সাগরে—পর্বতে—অরণ্যে। হাত বাড়িয়ে বুকের মধ্যে ধরতে যেতাম। দেখতুম—ধরা যায় না।

তরঙ্গ। মানব!

মানব। ধরতে আমি চাই না তরঙ্গ। কালো পাথরের ও-পারে যে মন্ত্র আছে—সেটা তোমার দেবতার জন্যই থাক। আমি অহরহ মৃত্যুর মধ্যেই থাকবো। আমার মন্ত্রে কোন প্রয়োজন নেই।

[অভিমানে বিধুর মানব দ্রুত চলে গেল]

তরঙ্গ। মানব—মানব—! চলে গেল। মানব চলে গেল। (মহাশূন্যের দিকে প্রার্থনার ভঙ্গীতে) এ তুমি কি করছো প্রভু! তোমার মন্ত্র তুমি

মানবকে দেবে না ? অসহায়ের মতো কেবলই ও মৃত্যুর হাতে বন্দী হবে ? —কতোকাল ! কতোকাল আর মানবকে তুমি মন্ত্রহীন রাখবে প্রভু ! কতোকাল ! (কান্নায় ভেঙে পড়লো) ।

[দেবতার উঁচু মঞ্চে স্বপ্ননীল আলো জ্বলে উঠলো। দেবতা দৃশ্যমান হলেন]

দেবতা। তরঙ্গ ! তোমার চোখে জল ! তুমি কাঁদছো ?

তরঙ্গ। আমি আর পারছি না সোম। বারবার হার হয়ে যাচ্ছে আমার।

দেবতা। আমি তো অনেক আগেই বলেছি তরঙ্গ।

তরঙ্গ। কি বলেছ সোম ?

দেবতা। তুমি পারবে না। তোমার হার হয়ে যাবে।

তরঙ্গ। তাহলে কি এমনি করে চিরকাল মানব দুঃখের বোঝা বইবে ? এমনি ভাবে অন্ধকারে হাতড়ে মরবে অহরহ ?

দেবতা। আচ্ছা ! মানবের জন্য তোমার এতো ভাবনা কেন ?

তরঙ্গ। সে তো তোমাকে আগেই বলেছি সোম। মানব দুঃখী বলে। মানব অসহায় বলে। মানব মৃত্যুর অধীন বলে।

দেবতা। ওকে তুমি অমর করতে চাও ?

তরঙ্গ। মৃত্যুর ঊর্ধ্বে রাখতে চাই সোম।

দেবতা। আমার কাছে মন্ত্র আছে তরঙ্গ।

তরঙ্গ। আছে ?—দেবে ? তুমি দেবে সোম ?

দেবতা। দিতে পারি।—কিন্তু একটি শর্তে তরঙ্গ।

তরঙ্গ। বলো। বলো সোম। তোমার শর্ত আমি পূরণ করবো।

দেবতা। তোমার ঐ সাদা ফুলটি আমাকে দেবে।

তরঙ্গ। (চমকে) ফুল !

দেবতা। হ্যাঁ। ঐ ফুলেই আমার লোভ। ঐ ফুলেই আমার তৃষ্ণা। ঐ ফুলেই আমার পিপাসা তরঙ্গ। আমার সাম্রাজ্যে সবই আছে তরঙ্গ।

অফুরন্ত জীবন। প্রচুর সম্পদ। অন্তহীন সুযোগ। কিন্তু তরঙ্গ—সেখানে ভালবাসার ফুল নেই।

তরঙ্গ। কিন্তু সোম। এখানে অনেক দুঃখ। অনেক অভাব। অনেক ক্লান্তি। এর মাঝখানে আমার এই সাদা ফুলের ভালবাসা যদি তুমি কেড়ে নাও, তাহলে এখানে যে আর কিছুই রইলো না।

দেবতা। তুমি যদি স্বেচ্ছায় না দাও—আমি তাহলে জোর করে ছিনিয়ে নোব তরঙ্গ।

তরঙ্গ। তাতে ফুল পাবে সোম। ফুলের ভালবাসা তো পাবে না।

দেবতা। না পাই—তবু তোমার ঐ সাদা ফুলটি আমার চাই তরঙ্গ। আমার শক্তিকে উপেক্ষা করে মানব ওটার অধিকারী হবে—এ আমি কিছুতেই হতে দোব না। তোমাকে আমি আগামী পুর্ণিমার রাতটুকু সময় দিলাম তরঙ্গ।

তরঙ্গ। পুর্ণিমার রাত! পুর্ণিমার রাত! ঐ দিনই আমার সম্রাট অভিষেক। সম্রাট অভিষেক।

দেবতা। সেই সম্রাট অভিষেকের জন্য আমি অপেক্ষা করবো তরঙ্গ। সাদা ফুল আমার চাই।

তরঙ্গ। না।

দেবতা। ফুল আমার চাই।

তরঙ্গ। না। না।

দেবতা। আমার চাই।

তরঙ্গ। না—না—না—না।

[সমস্ত মঞ্চ জুড়ে তরঙ্গের 'না না' শব্দ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকলো। আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে এলো মঞ্চে।]

পঞ্চম দৃশ্য

[মঞ্চে নেমে এলো ম্লান আলো। দেখা গেল মঞ্চে নিশাচর, প্রবীণ, উল্লাস, ১ম ও ২য়। নিশাচর বেদীর ওপর বসে। তার পাশে বেদীর নিচেয় বসে আছে উল্লাস। ১ম ও ২য় দূরে মাটিতে বসে। অন্য দিকে প্রবীণ একা। আলোর উজ্জ্বলতা বাড়তেই দেখা গেল প্রবীণ ছাড়া আর সকলে সুরার নেশায় মশগুল হয়ে হাসছে।]

নিশাচর। হা হা হা হা। কেমন লাগছে উল্লাস ?

উল্লাস। এমন সুরা তুমি কোথায় পেলে নিশাচর ?

নিশাচর। আছে আছে। সে এক গোপন জায়গা। সেখানে সুরার সমুদ্র। যতো ইচ্ছে চুমুক দাও। যতো খুসী সাঁতার কাটো। তবু শেষ নেই।

উল্লাস। রোজ আমাদের এমনি খাওয়াবে তো ভাই ?

নিশাচর। খাওয়াবো। তবে আমার কথা মতো কিন্তু চলতে হবে। তখন ঐ 'মানব তরঙ্গ' শুনবো না।

প্রবীণ। ওদের আমরা ত্যাগ করেছি।

১ম। ওরা ধর্ম মানে না।

২য়। ওরা দেবতার পুজো দেয় না।

প্রবীণ। ওরা আদিকালের দেবতাকে বিশ্বাস করে না।

উল্লাস। আমার কিন্তু তরঙ্গকে বড্ড ভাল লাগে। কেমন সুন্দর কথা বলে। হাসে। গান গায়।

নিশাচর। আমার দলে এসো। অমন দশটি তরঙ্গে তোমায় আমি সাঁতার কাটাবো।

প্রবীণ। আমি যেয়েই বসে আছি।

২য়। আমিও।

১ম। আমিও।

নিশাচর। কি হে উল্লাস?—আমার দলে তুমি আসতে চাও না?

উল্লাস। কিন্তু নিশাচর। সেই যে আমাদের কথা রয়েছে, পুর্ণিমার রাতে ঐ কালো পাথরখানা ঠেলে সরিয়ে ফেলতে হবে।

নিশাচর। কেন? কার হুকুম?

উল্লাস। না। হুকুম নয়। তবে তরঙ্গ বলছিল ওখানে নাকি—

নিশাচর। (ধমক দিয়ে) থামো। তরঙ্গ বলছিল! তরঙ্গ। সাহস থাকে তো সে আমাব সামনে এসে কথাটা বলুক।

প্রবীণ। ও একটি মূর্তিমতী পাপ।

১ম। ও একটি অনাচার।

২য়। ও একটি অভিশাপ।

উল্লাস। কিন্তু ভাই। তরঙ্গ ছিল বলে আমরা শস্য পেয়েছি। বাঁধ বেঁধেছি। আগুন জ্বেলেছি।

নিশাচর। মিথ্যে কথা।

প্রবীণ। আমাদের শস্য দিয়েছেন দেবতা।

১ম। আমাদের বাঁধ বেঁধেছেন দেবতা।

২য়। আমাদের আগুন জ্বেলেছেন দেবতা।

নিশাচর। (উল্লাসকে) নাও, আর একটু চুমুক দাও। (উল্লাস অনিচ্ছার সঙ্গে সুরা পান করলো)—আমি দলপতি হলে—একটি নয়, অমন হাজার তরঙ্গের মহোৎসব করবো। সেদিন তুমি হবে তরঙ্গাধিপতি। আর আমি হবো তরঙ্গাধিরাজ। হা হা হা হা।

[উল্লাস ছাড়া অন্য সকলে হেসে উঠলো। বৃদ্ধের প্রবেশ। ওদের দেখে থমকে দাঁড়ালেন।]

বৃদ্ধ। তোমরা এখানে বসে সুরা পান করছো! ওদিকে মাঠের শস্য যে মাঠেই পড়ে রইলো।

নিশাচর। তুমি কে হে বৃদ্ধ? আমাদের আনন্দের মাঝখানে ধর্মকথা শোনাতে এসেছ?—(সুরা দেখিয়ে)—একটু চলবে?

বৃদ্ধ। তোমার ঐ সুরার চাইতে অনেক দামী সুরা আমি পান করে থাকি।

নিশাচর। বটে, বটে।—কোথায় পেলে বাবা?

বৃদ্ধ। তুমি পেতে চাও?

নিশাচর। আলবৎ। পৃথিবীতে ভোগের জন্য এসেছি। আকণ্ঠ পান করে যাব।—যেখানে পাই।—যতোটুকু পাই!

বৃদ্ধ। বেশ, চলো আমার সঙ্গে!

নিশাচর। কোথায় যেতে হবে?

বৃদ্ধ। আমার তপোবনে। সেখানে সুরও আছে। সুরাও আছে।

নিশাচর। তুমি বড্ড চালাক বুড়ো। সুরার লোভ দেখিয়ে তুমি আমাদের ধর্মের বিষ পান করাতে চাও।

প্রবীণ। আমাদের ধর্ম আছে। তোমার কাছ থেকে আর নতুন ধর্ম শিখতে চাই না।—তুমি এখান থেকে বিদেয় হও বাপু।

১ম। ওকে দূর করে দাও।

২য়। ওকে ঠেলে ফেলে দাও।

বৃদ্ধ। না বাবা। তোমাদের আর কষ্ট করতে হবে না। আমি নিজেই চলে যাচ্ছি।—(প্রস্থানোদ্যত) তবে যাবার আগে একটি কথা বলে যাই—

প্রবীণ। আবার কি কথা?

বৃদ্ধ। এখন সুরা পান করছো—করো। কিন্তু তরজ যেদিন তোমাদের সামনে এসে দাঁড়াবে—

নিশাচর। (ক্রোধে) আবার তরজের কথা?

প্রবীণ। ওকে একটু শিক্ষা দিয়ে দাও নিশাচর।

নেপথ্যে শয়তান। ওকে সুরাপান করিয়ে দাও।

[নিশাচর আচ্ছন্নের মতো সুরার পাত্র হাতে উঠে দাঁড়ালো। আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো শান্ত অচঞ্চল বৃদ্ধের কাছে। বৃদ্ধের মুখের সামনে তুলে ধরলো কালো সুরার পাত্র]

নিশাচর। খা।

বৃদ্ধ। না।

নিশাচর। চুমুক দে।

বৃদ্ধ। না।

নিশাচর। কি এতো বড স্পর্ধা! (বৃদ্ধের মুখে সুরার পাত্র চেপে ধরলো)—খা। চুমুক দে। চুমুক দে।

[ছুটতে ছুটতে মানবের প্রবেশ]

মানব। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও। (জোর করে নিশাচরকে ঠেলে সরিয়ে দিল) —তুমি আমাদের ক্ষমা করো বৃদ্ধ। তুমি যাও।

[বৃদ্ধের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠলো! তিনি শান্ত পদক্ষেপে চলে গেলেন। প্রবীণ, উল্লাস, ১ম, ২য় উঠে দাঁড়ালো।]

ছি ছি নিশাচর!

নিশাচর। কিসের ছি ছি?

মানব। একজন বৃদ্ধের সঙ্গে শক্তির বড়াই করতে তোমার লজ্জা করে না?

নিশাচর। তোমার লজ্জা করে না—দলের লোকজনকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিতে?

মানব। (অবাক হয়ে) আমি সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিয়েছি!

নিশাচর। আলবৎ।

১ম। আমরা মা ধরণীর বুকে হল চালিয়েছি।

২য়। আমরা নদীর জলের পথরোধ করেছি।

প্রবীণ। আমরা যাচ্ছি দেবতাকে রুষ্ট করে কালো পাথর ভেঙে ফেলতে ?

নিশাচর। কে তোমাকে এ সব করতে অধিকার দিয়েছে ?

মানব। আমি দলপতি। দলের মঙ্গলেব জন্য আমি করেছি।

নিশাচর। (তীব্র স্বরে) দলপতি! তোমাকে দলপতি বলে আমি মানি না। গ্রাহ্য করি না তোমার শক্তি।—এ জনপদের সম্রাট আমি।

নেপথ্যে শয়তান। হা হা হা হা হা হা হা

মানব। সাবধান নিশাচর! বিশ্বাসঘাতকতার চরম শাস্তি মৃত্যু।

নিশাচর। খবরদার। আমার চোখের ওপর চোখ রাঙাবে না। আমি তোমাকে—ঘৃণা করি। থু!

(মুহূর্তে মানব প্রচণ্ড শক্তিতে নিশাচরকে আঘাত করলো। মাটিতে পড়ে গেল সে। ভয়ে বিহ্বলতায় নিস্পন্দ হয়ে গেল প্রবীণ, উল্লাস, ১ম ও ২য়। অমঙ্গলের ত্রাস জেগে উঠলো চারিদিকে।)

(অতি কষ্টে টলতে টলতে নিশাচর উঠে দাঁড়ালো।)

নিশাচর। এখন থেকে—তুমি আর আমি পরস্পরের শত্রু।—আর আমবা কেউ কাউকে চিনি না।

(সবেগে প্রস্থান)

মানব। প্রবীণ—(প্রবীণ মাথা নীচু করে চলে গেল)

উল্লাস—(কথার জবাব না দিয়ে চলে গেল)

১ম—(ফিরে না তাকিয়ে চলে গেল)

২য়—(ডাক উপেক্ষা করে চলে গেল)

(মানব নির্বাক। নিস্পন্দ। সে যেন একেবারে শূন্য হয়ে গেছে, অসহায়ের মতো শূন্যে দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে রইলো।)

(সুরার পাত্র হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে শয়তানের প্রবেশ)

শয়তান। তোমাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে বন্ধু ?

মানব। (চমকে) কে ?—সুরাপ্রিয়।

শয়তান। মনে হচ্ছে তুমি খুব শ্রান্ত ?

মানব। ঠিকই ধরেছ সুরাপ্রিয়। বড় ক্লান্ত আমি। বড় শ্রান্ত।

শয়তান। কেন ?—সারাদিন মাঠে শস্য বপন করেছ নাকি ?

মানব। না।

শয়তান। তাহলে বুঝি বনে শ্বাপদের পিছন পিছন ছুটে বেড়িয়েছ ?

মানব। না।

শয়তান। তবে নদীতে বাঁধ—

মানব। (অস্থির যন্ত্রণায়) না—না সুরাপ্রিয়। ও সব কাজে আমি শ্রান্ত হই না। বরং ওতে আমি শক্তি খুঁজে পাই।

শয়তান। তাহলে এমন কি ঘটলো—যাতে তোমার মুখখানা অমন ক্লান্ত ?

মানব। আমি হেরে যাচ্ছি সুরাপ্রিয়—

শয়তান। মানে ?

মানব। আর বোধহয় আমি এগুতে পারবো না।

শয়তান। কি আশ্চর্য ! হঠাৎ যেন তুমি ভাবুক হয়ে পড়লে !

মানব। সুরাপ্রিয় ! প্রথম যেদিন পথে বের হই, সেদিন শপথ নিয়েছিলুম—আমরা যাত্রী। আমাদের সুখ আমাদের দুঃখ আমাদের হাসি কান্না ভাগ করে নোব আমরাই।

শয়তান। বেশ তো ! তাতে বাধা পড়লো কোথায় ?

মানব। তুষারে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছি। মরুর ধূলিতে মূর্চ্ছা গিয়েছি। শ্বাপদের জিঘাংসায় শিকার হয়েছি। তবু আমরা বিচ্ছিন্ন হইনি সুরাপ্রিয়।

শয়তান। তা—এখন কি হোল ?

মানব। আজ জনপদে এসে আমরা বিচ্ছিন্ন। আমরা—স্বতন্ত্র। আমরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী!

(অসহায় মানবের বুকখানা যন্ত্রণায়—যেন চৌচির হয়ে গেল। সমস্ত পৃথিবী যেন কেঁদে উঠলো।)

শয়তান। (তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে) ও—এই কথা! আমি ভাবলুম না জানি কি একটা ভয়ংকর কিছু ঘটেছে।

মানব। (বিস্ময়ে) একে তুমি ভয়ংকর বলো না!

শয়তান। না। কখ্খনো না—ভয়ংকর হবে কেন? এই তো স্বাভাবিক।

মানব। স্বাভাবিক!

শয়তান। নিশ্চয়ই। তুমি বুঝতে পারছো না যে ঐ পাহাড়ের চূড়োয় বসে তোমার সঙ্গে শত্রুতা করছে কে? তুমি সম্রাট হলে যে ওর আর ক্ষমতার দম্ভ থাকবে না। তোমার পুজা পেয়ে পেয়ে ওর লোভ এখন সীমাহীন।

মানব। (অসহায়ের মতো) আমি বড় দুর্বল বোধ করছি বন্ধু!

শয়তান। নাও। (সুরার পাত্র মুখের সামনে ধরলো) পান করে—সবল হও।

মানব। না। এখন থাক।

শয়তান। আরে! তুমি কি অপদার্থ হয়ে যাচ্ছ! মন দুর্বল হলে, চোখে জল এলে, সঙ্গে সঙ্গে সুরা পান করতে হয়। সুরা হোল জীবনের প্রতীক। নাও—।

[অভিভূতের মতো শয়তানের হাত থেকে সুরার পাত্র হাতে নিল মানব]

তোমাকে দুর্বল করে দেবতা তোমাকে অনুগত রাখতে চাইছে। তুমি সুরা পান করে তার জবাব দাও।

মানব। (আচ্ছন্নের মতো) কি জবাব দোব?

শয়তান। ধ্বংস—

মানব। ধ্বংস?

শয়তান। হ্যাঁ—ধ্বংস। মমতাহীন ধ্বংস চালিয়ে ওর সাম্রাজ্যে আগুন জ্বালাও।

মানব। তারপর?

শয়তান। শক্তির প্রচণ্ডতায় হাহাকার আনো।

মানব। তারপর?

শয়তান। হিংসার প্রমত্ততায় বিশ্বসংসারে আর্তনাদের সৃষ্টি করো।—দেবতা তখন আপনিই মাথা নীচু করে তোমার কাছে ভিক্ষা চাইবেন।

[দূরে কোলাহল ভেসে উঠলো। চারিদিকে আর্ত চীৎকার, কান্না ত্রাস। টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে—জনপদের দিকে তাকালো মানব। আগুনের স্ফুলিঙ্গ তখন চারিদিক গ্রাস করেছে।]

[ছুটতে ছুটতে শিলালের প্রবেশ]

শিলাল। প্রভু! সর্বনাশ হয়েছে। জনপদে আগুন লেগেছে। আমাদের সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

মানব। (গর্জে উঠলো যেন) জনপদে আগুন!

শয়তান। দেবতার অভিশাপ।

মানব। দেবতার অভিশাপ.........।

নেপথ্যে তরঙ্গ। মা—ন—ব.........

শিলাল। প্রভু। তরঙ্গ তোমায় ডাকছে।

মানব। তরঙ্গ ডাকছে—জনপদে আগুন—আমার এতোকালের সাধনা পুড়ে শেষ হয়ে যাবে—

—(হঠাৎ চীৎকার করে ডাকলো) তরঙ্গ—

নেপথ্যে তরঙ্গ। মানব—

[তরঙ্গের ডাক অনুসরণ করে মানব উন্মাদের মতো ছুটে গেল। তার পিছন পিছন ছুটলো শিলাল। কোলাহল ক্রমশ স্তিমিত হোল]

[মঞ্চে অন্ধকার নেমে এলো। শয়তানের গুহায় দৃশ্যমান হোল লাল আলো। আর দেবতার চুড়োয় ফুটে উঠলো স্বপ্ননীল আলো]

শয়তান। হা হা হা হা হা হা

দেবতা। তুমি এতো নীচ! এতো ক্রূর!

শয়তান। তুমি এতো অহংকারী! এতো দাম্ভিক!

দেবতা। আমি শক্তিমান—তাই আমার অহংকার।

শয়তান। আমি বুদ্ধিমান—তাই আমি ক্রূর।

দেবতা। কিন্তু মানব যেদিন তোমার আসল পরিচয় পাবে, সেদিন তোমার ঠাঁই হবে নির্বাসনে।

শয়তান। আর মানব যেদিন তোমার স্বরূপ বুঝবে, সেদিন তুমি হবে—শূন্য। হা হা হা হা—

[শয়তানের ক্রূর এবং হিংস্র হাসিতে দিঙ্‌মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হোল। ঝড় আর প্রবল বাতাসের হুংকার। এ সব ছাপিয়ে ধরণীর কান্নার সুর ভেসে উঠল। একটু পরে ভেসে এলো ঋষির স্তবগান)

অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মামৃতং গময়
আবিরাভির্মএধি.........

(ক্রমশ চারিদিক শান্ত ও সুন্দর হয়ে এলো। কোথাও যেন আর কোন দুঃখ নেই বেদনা নেই শংকা নেই।)

—মঞ্চ অন্ধকার—

ষষ্ঠ দৃশ্য

[মঞ্চ আস্তে আস্তে স্নিগ্ধ আলোয় আলোকিত হোল। দেখা গেল তরঙ্গ একাকী দাঁড়িয়ে—প্রার্থনার ভঙ্গীমায়—]

তরঙ্গ। প্রভু! আর কতোকাল! আর কতোকাল এমনি করে মানবকে মৃত্যুর যন্ত্রণায় চৈতন্যহারা করবে তুমি? কতোকাল!

[দেবতার চুড়োয় স্বপ্ননীল আলো উদ্ভাসিত হোল। দেবতা দৃশ্যমান হলেন]

দেবতা। এখনও সময় আছে তরঙ্গ।

তরঙ্গ। কিসের সময় সোম?

দেবতা। তোমাকে অনেকবার বলেছি; আবার বলছি—মানবকে তুমি আর সামনে এগিয়ে দিও না।

তরঙ্গ। কেন সোম?

দেবতা। ওকে তো আমি সব দিয়েছি তরঙ্গ। আবার কেন ওর এগিয়ে চলা?

তরঙ্গ। কি দিয়েছ তুমি?

দেবতা। ভূমি শস্য নদী জল আকাশ বাতাস বনস্পতি। যা-ওর প্রয়োজন। যতোটুকু প্রয়োজন।

তরঙ্গ। ওর প্রয়োজন কি আর কতোটুকু তা তুমি জানো না সোম।

দেবতা। জানি তরঙ্গ।

তরঙ্গ। না, জানো না। জানলে, তুমি আজ ওর পথের বাধা হয়ে এমন করে দাঁড়াতে না।

দেবতা। কিন্তু মানব কতোদূর যেতে চায়?

তরঙ্গ। অনেক দূর সোমপ্রকাশ। অনেক দূর—।

দেবতা। কোথায় তার গন্তব্য ?

তরঙ্গ। সে আমি জানিনা সোম। সে যাত্রা সুরু করেছে, সে চলেছে—আমি এইটুকু মাত্রই জানি। কোথায় গন্তব্য তা আমি জানিনা।

দেবতা। মিথ্যে কথা। তুমি তাকে ঐ পাথরের ও-পারে যাবার জন্য বলোনি ?

তরঙ্গ। হ্যাঁ বলেছি।

দেবতা। তুমি তাকে ঐ পাথরখানা চিরকালের জন্য সরিয়ে ফেলতে বলোনি ?

তরঙ্গ। বলেছি। বার বার বলেছি। হাত জোড় করে বলেছি।

দেবতা। কেন তুমি এতো বড় দুঃসাহসী খেলায় মেতেছো তরঙ্গ ?

তরঙ্গ। কারণ তোমার কাছে যেটা খেলা, তার কাছে সেটা জীবন-মরণের প্রশ্ন।

দেবতা। তুমি কি জানো না যে ওর ওপারে যাবার একমাত্র অধিকার আমার।

তরঙ্গ। জানি। আমি তা মানি না।

দেবতা। এখনো মানো না ?

তরঙ্গ। না, মানি না সোম। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে ও অহরহ মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। ও দেহের রক্ত জল করে শস্য ফলায়। অথচ তোমার কাছে হাতজোড় করে কৃপাপ্রার্থী। ও হৃৎ-পিণ্ডের উষ্ণতায় সামান্য এক-কণা সুখ চেয়েও তোমার দয়ার ওপর নির্ভরশীল। তুমি এতো বড় নির্মম! এতো মমতাহীন।

দেবতা। সেটা আমার অধিকার।

তরঙ্গ। সেই অধিকার ভাঙতে মানব আজ বদ্ধপরিকর।

দেবতা। এতো স্পর্ধা!

তরঙ্গ। স্পর্ধা নয়। বুকের সাহস। তার দাবী।

দেবতা। কিন্তু ওর দলে যে ভাঙন ধরেছে তরঙ্গ ?

তরঙ্গ। আবার জোড়া লাগবে সোম।

দেবতা। ও যে অনুচরহীন।

তরঙ্গ। একক যাত্রী হতে তার কোন দ্বিধা নেই। (নবীনের বাঁশী বেজে ওঠে) ঐ শোন। নবীনের বাঁশী বেজে উঠেছে।—সোম! গতরাতে নবীনের ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তোমার দেওয়া কোন সম্পদই সে ঘর থেকে বের করেনি। বের করেছে শুধু তার বাঁশী আর আমার এই ফুল। জানো সোম—বের করতে গিয়ে কি হয়েছে ? তার বড় বড় স্বপ্নময় চোখ দুটো আগুনে পুড়ে নবীন আমার অন্ধ হয়ে গেছে।

[দেবতা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। স্বপ্ননীল আলো নিভে গেল। দেবতা আর দৃশ্যমান রইলেন না।]

ওরা সবাই বলেছিল, অন্ধ নবীন, দৃষ্টিহারা নবীন পথে বের হবে না। বলেছিল, তার-বাঁশীতে সুর উঠবে না আর। আমি বলেছিলুম—উঠবেই, ঐ শোন সোম। নবীনের বাঁশীর সুর শোন। অন্ধ নবীন পথে বেরিয়েছে। বাঁশীর সুরে ডাক দিয়েছে আবার।

(বাঁশী থেমে গেল। তন্ময়ভাব কেটে গেল তরঙ্গের)

সোম—সোম—সোম! তুমি ভীরুর মতো পালিয়ে গেলে!

[টলতে টলতে নিশাচরের প্রবেশ। তরঙ্গ বিস্ময়ে থমকে দাঁড়াল]

নিশাচর। তরঙ্গ! তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

তরঙ্গ। নিশাচর! কি হয়েছে তোমার ? মানব তোমাকে—

নিশাচর। (বাধা দিয়ে) মানব থাক। তুমি আমার কথার জবাব দাও।

তরঙ্গ। কি কথা তোমার ?

নিশাচর। তুমি কার ? আমার—না—মানবের ?

তরঙ্গ। (খিল খিল করে হেসে উঠল) এখনই জবাব চাই ?

নিশাচর। হাসছো যে?

তরঙ্গ। হাসছি তোমার লাল চোখ দেখে। হাসছি তোমার ক্ষুধার্ত মুখ দেখে।

নিশাচর। তাতে হাসির কি আছে?

তরঙ্গ। আমি যা জবাব দোব, তা তুমি মনেই রাখতে পারবে না।

নিশাচর। হ্যাঁ পারবো।

তরঙ্গ। না, পারবে না।

নিশাচর। আলবৎ পারবো। তুমি বলেই দেখো।

তরঙ্গ। কি করে আর পারবে? এই তো সেদিনের কথাই—ভুলে গেছ।

নিশাচর। কোনদিন?

তরঙ্গ। সেই ঝড়ের রাতে হাঁটতে হাঁটতে যা বলেছিলে। সেই মরুর রোদে মুর্চ্ছা যাবার সময় যা উচ্চারণ করেছিলে। সেই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে হিংস্র শ্বাপদ শিকার করতে গিয়ে যা শপথ নিয়েছিলে।

নিশাচর। হ্যাঁ হ্যাঁ। আমার মনে আছে। আমি কিছুই ভুলিনি।

তরঙ্গ। না, তুমি ভুলে গেছে। সুরার নেশায় কিছুই মনে নেই তোমার।

নিশাচর। না না। আমার সব মনে আছে।

তরঙ্গ। না মনে নেই।

নিশাচর। আছে।—আছে। আমি বলেছিলুম—আমি বলেছিলুম…

তরঙ্গ। (গভীর উত্তেজনায়) হ্যাঁ হ্যাঁ—কি বলেছিলে? বল নিশাচর, কি বলেছিলে?

নিশাচর। আমি বলেছিলুম—আমরা কখনো বিচ্ছিন্ন নই। আমরা সকলে এক।

নেপথ্যে শয়তান। মিথ্যে কথা।

(চমকে উঠলো তরঙ্গ। কেঁপে উঠলো নিশাচর)

তরঙ্গ। না না। মিথ্যে নয়। মিথ্যে নয় নিশাচর। তোমরা এক। তোমরা বিচ্ছিন্ন নও নিশাচর।

নেপথ্যে শয়তান। সাবধান! ভুল কোর না।

তরঙ্গ। ভুল কোর না নিশাচর। দোহাই তোমার। পুর্ণিমার রাত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হোয়না। বিভেদ ডেকোনা তোমরা।

নেপথ্যে শয়তান। সাবধান। তুমি একা। তুমি স্বতন্ত্র।

তরঙ্গ। না। তুমি একা নও। তুমি স্বতন্ত্র নও। তুমি মানবের, তুমি সমাজের। তুমি সকলের।—(বিমূঢ় নিশাচরের কাছে গিয়ে) নিশাচর কথা বলো, জবাব দাও। নিশাচর!

নিশাচর। (বিহ্বল আবেশে চীৎকার করে উঠলো)—না। আমি জানিনা। আমার মনে নেই। আমি ভুলে গেছি। আমাকে জিজ্ঞাসা কোর না। (দ্রুত প্রস্থান)

তরঙ্গ। নিশাচর!—নিশাচর! দাঁড়াও।—শোন। (নিশাচর তখন বহুদূরে) প্রভু—প্রভু—প্রভু……

(তরঙ্গ মহাশূন্যের দিকে দু'হাত প্রসারিত করে দাঁড়ালো)

[ধীর পায়ে মানবের প্রবেশ।
সে যেন ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্থ।]

মানব। তরঙ্গ!

তরঙ্গ। কে? মানব!—এ কি! তুমি ফিরে এলে মানব!

মানব। হ্যাঁ, আমি ফিরে এলাম।

তরঙ্গ। তুমি প্রস্তুত হবে না?—সময় যে আর বেশি নেই মানব।

মানব। আমার সব শেষ হয়ে গেছে তরঙ্গ। আর আমার প্রস্তুত হবার দরকার নেই।

তরঙ্গ। কি তোমার—শেষ হোল—মানব?

মানব। এতোকাল আমি যা গড়েছিলুম, যা গেঁথেছিলুম, যা সঞ্চয় করেছিলুম—সব—নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তরঙ্গ। আর আমার কিছু নেই।

তরঙ্গ। আছে মানব। তোমার সব আছে।

মানব। না নেই। আমাকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিও না তরঙ্গ।

তরঙ্গ। মিথ্যে নয়—মানব; সত্যি। তুমি যা গড়েছ, যা এঁকেছ, যা সঞ্চয় করেছ—তা নিশ্চিহ্ন করবে এমন শক্তিমান কে?

মানব। দেবতা।

তরঙ্গ। না।

মানব। শয়তান।

তরঙ্গ। না।

মানব। (অস্থির হয়ে) তবে কে?

তরঙ্গ। কেউ নয়। এমন কেউ নেই মানব যে তোমাকে শূন্য করতে পারে।

মানব। তাহলে আজকের অগ্ন্যুৎপাত?

তরঙ্গ। তোমাকে ভয় দেখায়।

মানব। সেদিনের জলোচ্ছ্বাস?

তরঙ্গ। তোমাকে বিচলিত করে।

মানব। গতকাল জনপদে মৃত্যু?

তরঙ্গ। তোমাকে দুর্বল করে তোমার শক্তির পরীক্ষা করতে চায়। তুমি শক্তিমান। তুমি সম্রাট। তাই বারবার তোমার এমন পরীক্ষা।

(মানব যেন শিশুর মতো বিমূঢ় হয়ে গেল)

মানব। আমি বুঝতে পারছি না তরঙ্গ। আমার কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। আমি ভয়ংকর দুর্বল বোধ করছি।

তরঙ্গ। কিসের দুর্বলতা?

মানব। বলতে পারবো না তরঙ্গ। তবে সময় যতো এগিয়ে আসছে—ততোই আমার মনে হচ্ছে—আমি হেরে যাব।

তরঙ্গ। কেন মানব? কেন এমন কথা ভাবছো?

মানব। মনে হচ্ছে—কালো পাথর সরাতে গেলেই হবে আমার চরম পরীক্ষা।

তরঙ্গ। তবু তোমাকে স্থির-সংকল্পে অটুট থাকতে হবে।

মানব। দলে ভাঙন ধরেছে। আমরা কে কোথায় যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। আমরা যেন কেউ কাউকে আর চিনিনা।

তরঙ্গ। তবু তোমাকে একলা এগিয়ে যেতে হবে মানব।

মানব। (অস্থির হয়ে) কিন্তু একলা আমি কি করবো তরঙ্গ! কতোটুকু আমার শক্তি!

তরঙ্গ। সম্রাট তো একজন মানব।

মানব। সম্রাট সম্রাট সম্রাট। ঐ একটি শব্দ এতোকাল আমাকে উন্মাদ করে রেখেছে। ওরই জন্য আমি রাতের অন্ধকারে ভয় পাইনি। ঐ স্বপ্ন নিয়ে আমি জনপদ গড়েছি। আমি লড়াই করেছি। কিন্তু আমি পারবো না তরঙ্গ। সম্রাট হবার শক্তি আর আমার নেই।

তরঙ্গ। আছে মানব। তুমি ভেঙে পড়োনা। তুমি দুর্বল হলে ওরা কোথায় দাঁড়াবে?

মানব। দেখছো না আমার এই বাহুর মাংস পেশী শ্লথ। এই বুকের অস্থি ভঙ্গুর। দেখছো না—আমি কেমন যেন বুড়িয়ে যাচ্ছি।

তরঙ্গ। না। আমি এখনও দেখছি তোমার সবল পেশী। দুর্জয় বুক। তোমার অমেয় যৌবন।

মানব। (বিস্ময়ে নিস্পলক তাকিয়ে) তরঙ্গ! তুমি কে?

তরঙ্গ। কেন মানব? এতোদিন পরে আজ এ-প্রশ্ন কেন?

মানব। তুমি দিনরাত ছায়ার মতো আমার কাছে কাছে থাক। অথচ কিছুতেই ধরা দাওনা। রাতদিন প্রহরে প্রহরে আমাকে সংকল্পে অটুট রেখেও, নিজে কৃতিত্বের দাবী করো না। বারবার সম্রাটের নেশা জাগিয়েও—সম্রাজ্ঞী হতে চাও না কিছুতেই।

তরঙ্গ। মানব!

মানব। কতোবার তোমাকে রূঢ় আঘাত দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছি। তুমি ভুল বোঝনি। আবার হাসতে হাসতে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছ। অভিমান করে মুখ ফেরালেও—তুমি ফিরে যাওনি। পরম মিত্রের মতো—আবার আমার হাত ধরেছ। তরঙ্গ, তুমি কে?

তরঙ্গ। আমি—। আমি তোমার অনুগত সাথী।

মানব। (উৎফুল্ল হয়ে) সত্যি বলছো? সত্যি বলছো—তুমি আমার সাথী?

তরঙ্গ। তোমার চিরকালের সাথী। তুমি বিশ্বাস করো। এই ফুল—এ আমার সমর্পণ। আমি তোমার জন্যই রেখেছি।

মানব। (পরম আগ্রহে) তবে দাও তরঙ্গ। (হাত পেতে) দাও।

তরঙ্গ। এখন নয় মানব।

মানব। আমি হাতজোড় করছি। আমি নতজানু হয়ে ভিক্ষা চাইছি তরঙ্গ।

তরঙ্গ। না না। ভিক্ষা নয়। এ তোমার অধিকার। তবে তুমি চেয়োনা মানব। আমি তোমাকে নিজেই দোব।

মানব। বেশ, চাইবো না। তাহলে আজকের সন্ধ্যাটুকু অন্ততঃ তুমি আমার কাছে থাকো। আমি বড় নিঃসঙ্গ বোধ করছি তরঙ্গ।

তরঙ্গ। এখন নয়। তোমাকে তো বলেছি মানব—আজ রাতে তুমি কালো-পাথর সরাবার ব্রত উদ্‌যাপন করবে। আমি তোমার—

মানব। (নিদারুণ অভিমানে) থাক—থাক। থাক তরঙ্গ। তোমাকে আর বলতে হবে না।

তরঙ্গ। তুমি রাগ করলে মানব?

মানব। না। কারু ওপর আর আমার কোন দাবী নেই। আমি জানি আমি শুধু কর্তব্যের দাস।

তরঙ্গ। মানব!

মানব। তুমি আমাকে কালো-পাথরের গল্প শোনাও। সেই কোন্ ঊষায় পথ চলা সুরু করেছি। তারপর অহরহ ঝড় জল মেঘ বিদ্যুৎ। আমি বিরতি পাইনি। আমি বিশ্রাম পাইনি। এক একবার সামলে উঠি ; ভাবি —এবার বুঝি আমার অবসর। তখুনি তুমি এসে সামনে দাঁড়াও।— আবার আমার পথ চলা।

[শিলালের প্রবেশ—]

শিলাল। তরঙ্গ! তোমাকে নবীন ডাকছে।

তরঙ্গ। আমি এখন যাই মানব। তুমি সন্ধ্যাটুকু বিশ্রাম নাও। আমি ঠিক সময়ে তোমার কাছে আসবো।

(শিলালসহ তরঙ্গের প্রস্থান)

(মানবের মুখে বিষণ্ণ ও ম্লান হাসি ফুটে উঠলো)

মানব। বিশ্রাম!—হ্যাঁ, আমি বিশ্রাম নোব তরঙ্গ। তবে সে বিশ্রাম থেকে কেউ আমাকে জাগাতে পারবে না।

[মানব প্রস্থানোদ্যত হতেই বৃদ্ধ প্রবেশ করলেন। মানব বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকালো।]

মানব। তুমি আবার আমাকে কোন্ আশার কথা শোনাতে এসেছো? কোন লাভ নেই। (প্রস্থানোদ্যত)

বৃদ্ধ। শেষ মুহূর্তে ভেঙে প'ড়ো না মানব। তোমার নবজন্ম আসন্ন।

মানব। তুমি জানো না বৃদ্ধ! নবজন্ম নয়—আমার মৃত্যুলগ্ন আসন্ন।

বৃদ্ধ। না মানব। তা কখনোই সম্ভব নয়।

মানব। দেবতা আর শয়তান আমার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে।

বৃদ্ধ। তুমি তাদের চাইতেও মহান। ভয় পেয়োনা মানব।

মানব। (অস্থির আবেগে) আমি বিশ্বাস করি না। তোমরা আমাকে রেহাই দাও—রেহাই দাও। (প্রস্থান)

বৃদ্ধ। মানব! মানব! (ঊর্ধ্বাকাশের দিকে চেয়ে) পিতা! মানবের জয়ের মন্ত্র তো তুমিই আমার কানে দিয়েছিলে। সে মন্ত্র কই—?

(নেপথ্যে ভেসে উঠলো গান)

"চরৈবেতি চরৈবেতি চরৈবেতি
চরৈবেতি..................

[বৃদ্ধের চোখে আশার আলো ফুটে উঠলো। মানব যে পথে গেছে সেই পথ ধরে তিনি চলে গেলেন। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে এলো। তখনও 'চরৈবেতি' গান ভেসে আসছে।]

সপ্তম দৃশ্য

[মঞ্চ আলোকিত হোল। চারিদিকে ভীতি আর ষড়যন্ত্রের আভাস। হিস্ হিস শব্দ উঠছে। পা টিপে টিপে নিশাচর, পিছন পিছন প্রবীণ ও উল্লাসের প্রবেশ। সতর্ক দৃষ্টিতে নিশাচর চারিদিক দেখে নিলো।]

নিশাচর। তোমাদের কাছে এবার আমি স্পষ্ট জবাব চাই। আর কিছু সময় পরে মানব আসবে কালো-পাথর সরাতে। তোমরা কি করবে?

প্রবীণ। সে তো তোমাকে আগেই বলেছি। আমি এ সব অনাচারের মধ্যে নেই।

উল্লাস। অনাচার বলছো কেন?

প্রবীণ। অনাচার বলবো না? উনি হলেন আমাদের আবহমানকালের দেবতা। তাঁর গায়ে হাত দেওয়া অনাচার। পাপ। আমি অমন পাপ করে দেবতাকে রুষ্ট করতে পারবো না।

উল্লাস। কিন্তু মানব চাইলে আমরা কি করতে পারি।

নিশাচর। আমরা প্রতিবাদ করতে পারি। আমরা প্রতিরোধ করতে পারি।

উল্লাস। মানব দলপতি।

নিশাচর। (ঘৃণায়) দলপতি! থু!

প্রবীণ। আমরা দেবতা অবিশ্বাসী দলপতি চাইনা। দেখতে পাচ্ছো না —দেশে মড়ক লেগেছে। জনপদে অগ্ন্যুৎপাত? এসব কিসের ইঙ্গিত? —মৃত্যুর।

নিশাচর। কি হে উল্লাস! মাথা নত করলে কেন? তোমার অনুগত প্রজারা কি চায়?—অপমৃত্যু—না—অন্যায়ের প্রতিকার?

উল্লাস। আচ্ছা মানব যখন বলছে, তখন দেখাই যাক না—ও পারের রহস্য কি ?

নিশাচর। মূর্খ।

প্রবীণ। অর্বাচীন।

উল্লাস। কে ?

প্রবীণ। তুমি। সাপের ফণার সামনে হাত রেখে দেখতে চাও—রহস্য কি ! বাঘের মুখে হাত ঢুকিয়ে বুঝতে চাও—রহস্য কোথায় ?

নিশাচর। অপদার্থ !

প্রবীণ। আর তা ছাড়া উনি হলেন আমাদের আদিকালের দেবতা। তাঁর রহস্য বুঝতে যাওয়া—অন্যায় ; অপরাধ। দেবতা—দেবতাই। এ আমার কথা নয়। পুর্ব পুরুষের কথা।

উল্লাস। তাহলে কি করতে চাও ?

প্রবীণ। প্রতিবাদ।

নিশাচর। প্রতিরোধ।

উল্লাস। কিন্তু কিভাবে ?

প্রবীণ। পুজা দিয়ে।

নিশাচর। শক্তি দিয়ে।—তোমরা আমার সঙ্গে এসো। শেষ লড়াই করবার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হবে। এখানে আলোচনা করা নিরাপদ নয়।—এসো আমার সঙ্গে। সময় আমাদের জন্য বসে থাকবে না।

[ওরা প্রস্থানোদ্যত হতেই গুহা থেকে শয়তানের প্রবেশ]

শয়তান। তোমার সঙ্গে আমার একটা গোপন কথা আছে নিশাচর। এবং এখুনই।

নিশাচর। (প্রবীণ ও উল্লাসকে) তোমরা যেতে থাকো।

(ওরা দু'জন চলে গেল)

তাড়াতাড়ি বলো।

শয়তান। তাড়াতাড়ি বলবার জন্যই তো এই অন্ধকারে ছুটতে ছুটতে এসেছি। যাকগে। মনে আছে তো?

নিশাচর। কি?

শয়তান। তরঙ্গের কথা।

নিশাচর। তরঙ্গ বড় সুন্দরী সুরাপ্রিয়।

শয়তান। হলে কি হবে? তুমি আর পাচ্ছো কোথায়?

নিশাচর। কে বাধা দেবে? হাসছো যে? বাধা দেবে কে?

শয়তান। মানব।

নিশাচর। মানব! (ব্যঙ্গের হাসি) আজই মানবের সমাপ্তি।

শয়তান। কেন বলো তো?

নিশাচর। সে চলেছে ঐ কালো পাথর সরিয়ে ফেলতে!

শয়তান। (কপট বিস্ময়ে) সে কি!

নিশাচর। তবে আর বলছি কি?

শয়তান। এখনও বসে আছো? প্রতিরোধ করো। নইলে তোমাদের সর্বনাশ হবে।

নিশাচর। তাইতো যাচ্ছি। (প্রস্থানোদ্যত)

শয়তান। (হাত দিয়ে আটকে) দাঁড়াও দাঁড়াও। কিভাবে প্রতিরোধ করবে?

নিশাচর। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

শয়তান। না। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানবের সঙ্গে তোমরা পারবে না।

নিশাচর। আলবৎ পারবো।

শয়তান। (ধমক দিয়ে) না। পারবে না। আমার হাত ধরো। (হাত ধরে) এসো, মানবকে শক্তিহীন করার মন্ত্র তোমায় দিচ্ছি।

নিশাচর। কোথায় যাবো?

শয়তান। প্রশ্ন কোরো না। যা বলছি তাই করো। আ! পড়ে যেও না।

নিশাচর। আমি একলা চলবো। আমার হাত ছেড়ে দাও।

শয়তান। কথখোন না। আমার হাত ধরলে পথ ভুল হবে না। এসো।

(নিশাচরকে টান দিল)

নেপথ্যে তরঙ্গ। নিশাচর—

নিশাচর। (চমকে) কে ?

শয়তান। কেউ নয়। সমুদ্রের বাতাস। (কয়েক পা এগিয়ে গেল)

নেপথ্যে তরঙ্গ। নিশাচর—

নিশাচর। ঐ আবার।

শয়তান। না ; ও মেঘের গর্জন। (কয়েক পা গেল)

নেপথ্যে তরঙ্গ। নিশাচর—

নিশাচর। তরঙ্গ নয় ?—(থমকে দাঁড়ালো)

শয়তান। না। তরঙ্গ নয়। ও হোল মৃত্যুর কণ্ঠস্বর। কানে হাত চাপা দাও।—(জোরে টান দিলো নিশাচরকে)

নেপথ্যে তরঙ্গ। নিশাচর—মানব তোমাকে ডাকছে। সাড়া দাও—নিশাচর—নিশাচর……

[শয়তান জোর করে অনিচ্ছুক নিশাচরকে টানতে টানতে গুহার মধ্যে নিয়ে গেল। তরঙ্গের ডাক ক্রমশ দূর থেকে দূরে মিশে গেল।]

[একটু পরে দূরে ডিম্ ডিম্ ডিম্ ডিম্ শব্দে পুজার বাদ্য বেজে উঠলো। সমবেত কণ্ঠে "জয় দেবতার জয়" ধ্বনি শোনা গেল।

একটু পরে প্রবেশ করলো প্রবীণ ; পিছন পিছন পুজা উপাচার সহ ১ম ২য় ও ৩য়।]

সকলে। জয় দেবতার জয়। জয় দেবতার জয়। জয় দেবতার জয়।

প্রবীণ। দাঁড়াও। আগে ধ্যানস্থ হয়ে দেখি দেবতা জেগে না ঘুমিয়ে।

[১ম ২য় ও ৩য় দূরে ভক্তি নম্রসহকারে প্রবীণের দিকে দৃষ্টি রেখে দাঁড়াল।

প্রবীণ মঞ্চের মাঝামাঝি চোখবুজে দাঁড়ানো। কয়েক মুহূর্ত সকলে যেন নিশ্চল। একটু পরে মৃদু হাসির রেখা দেখা দিল প্রবীণের মুখে। প্রবীণ চোখ খুলে তাকালো।]

সকলে। কি দেখলে ?

প্রবীণ। (হাতজোড় করে নমস্কার করে) হ্যাঁ, জেগে আছেন।

[সকলে একসঙ্গে "জয় দেবতার জয়" "জয় দেবতার জয়" "জয় দেবতার জয়" বলে উঠলো। তাদের চোখ মুখ আনন্দে-উৎফুল্ল।]

প্রবীণ। দাঁড়াও। আগে তোমাদের অধিকার যাচাই হোক।

সকলে। কিসের অধিকার ?

প্রবীণ। আমি যা বলবো তাই মাথা নত করে পালন করবে। প্রশ্ন করবে না।

১ম। আমরা প্রশ্ন করবো না ?

প্রবীণ। না।

২য়। আমরা জানতে চাইবো না ?

প্রবীণ। না।

৩য়। আমরা বুঝতেও চাইবো না ?

প্রবীণ। (উত্তেজিতস্বরে) না না। শুধু প্রশ্নহীন পালন করবে। (১মকে) তুমি এদিকে এসো।

(১ম জন পুজা উপাচার সহ আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো, চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি)

তুমি কোন্ বৃত্তের ?

১ম। অরণ্য।

প্রবীণ। অরণ্য। (নাসিকা কুঞ্চিত হোল) দাও। (পুজা উপাচার নিয়ে) যাও। ওদিকে সরে দাড়াও। (১ম জন সরে দাঁড়ালো)

তুমি এদিকে এসো।

(২য় জন পুজা উপাচারসহ ধীর পায়ে এলো)

প্রবীণ। তোমার বর্ণ?

২য়। অন্ধকার।

প্রবীণ। (ঘৃণায়) অন্ধকার।—দাও, পুজা উপাচার দাও। (হাতে নিয়ে) যাও, ও পাশে সরে দাঁড়াও।

(৩য় কে) এবার তুমি এসো।

[৩য় জন পুজা উপাচারসহ পায়ে পায়ে এলো]

প্রবীণ। তুমি কোন্ গোষ্ঠী?

৩য়। শ্রম।

প্রবীণ। (ব্যঙ্গ) শ্রম। —দাও। (পুজা উপাচার নিয়ে) তুমি ঐ পাশে সরে দাঁড়াও।

সকলে। কোথায় চললে তুমি?

প্রবীণ। আমি পুজা দিয়ে আসি। তোমরা এখানে দাঁডাও।

সকলে। কেন? আমরা যাবো না?

প্রবীণ। না। তোমরা দূরে দাঁড়িয়ে পুজা দেখবে। আর জয়ধ্বনি দেবে দেবতার।

১ম। আমি অনেক দূর থেকে এসেছি।

২য়। কাল সারারাত আমি পথে হেটেছি।

৩য়। আমার অনেক কালের মানত আছে।

প্রবীণ। অর্বাচীনের মতো কথা বলো না। দেবতাকে স্পর্শ করার অধিকার কি সকলের থাকে? এ আমার কথা নয়। পুর্ব পুরুষের কথা। তোমরা দাঁড়াও। আমিই তোমাদের হয়ে দেবতার পায়ে পুজা দিয়ে আস ছি।

সকলে। তাহলে আমরা কি করবো?

প্রবীণ। বললুম তো। দূরে দাঁড়িয়ে পুজা দেখো। আর দেবতার জয়ধ্বনি দাও।

১ম। শুধু জয়ধ্বনি দেবার জন্যই অতো দূর থেকে আসা!

২য়। শুধু পুজা দেখার জন্যই রাত জেগে পথ হাটা!

৩য়। শুধু দূরে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যই মানত করা!

প্রবীণ। মূর্খ! মানবকে শক্তিহীন করতে দেবতার পুজা দিতে এসেছি আমরা। নইলে তোমাদের সর্বনাশ হবে।—যে যার জায়গায় চুপ করে দাঁড়াও; আর জয়ধ্বনি দাও।

[প্রবীণ কালো পাথরের কাছে গিয়ে উপাচার সাজিয়ে পুজায় বসবে এমন সময় নবীনের বাঁশী বেজে উঠলো।]

প্রবীণ। আ! পুজার সময় আবার সেই মরণ ডাকের বাঁশীটা বেজে উঠলো। যতো অনাচার!

১ম। পুজা তাহলে তুমিই দাও। আমার মাঠে যাবার সময় হোল।

[১ম চলা সুরু করলো]

প্রবীণ। না না। এখন মাঠে যেতে হবে না। দাঁড়াও।

২য়। আমাদের ফসল তুলতে হবে। পুজা তুমিই দাও।

প্রবীণ। কিসের ফসল? দেবতার পুজার চাইতে বড় ফসল আর নেই। দাঁড়াও—দাঁড়াও।

৩য়। আমি বীজ বপণ করবো। পুজা তাহলে তুমিই দাও।

প্রবীণ। চুলোয় যাক বীজ। তোমরা যেও না। দাঁড়াও, যেও না। দেবতার পুজা ফেলে যেও না। তাহলে অভিশাপ দোব। ফিরে এসো। ফিরে এসো—

[১ম, ২য় ও ৩য় দল বেঁধে মাঠে চলে গেল। দেবতার দিকে একবার ফিরেও তাকালো না। নবীনের বাঁশী তখন বেজে চলেছে।]

[কানে হাত চাপা দিয়ে প্রবীণ চীৎকার করে উঠলো।]

প্রবীণ। থামাও—থামাও। থামাও তোমার বাঁশী। নইলে আমি তোমাকে অভিশাপ দোব। থামাও—থামাও!

[বাঁশী আস্তে আস্তে থেমে গেল। প্রবীণের উন্মাদের মতো লাফালাফিতে পুজা উপাচার লণ্ড ভণ্ড হয়ে পড়লো। সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই]

[ধীর পদক্ষেপে মানবের প্রবেশ]

[প্রবীণ কেঁপে উঠলো।]

প্রবীণ। না না। তুমি আমাদের সর্বনাশ করতে এসেছ। তুমি দূর হও এখান থেকে।—এসো না। সাবধান করছি—দেবতার কাছে এসো না।

[চাঞ্চল্যহীন মানব আর কয়েক পা এগিয়ে এলো]

ও! তুমি যাবে না? তবু এগিয়ে আসছো? তবে মরো—

[প্রবীণ তার সংস্কারের দণ্ড দিয়ে মানবের মাথায় আঘাত করলো। সঙ্গে সঙ্গে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বের হোল। প্রবীণের সংস্কারের দণ্ডটিও ভেঙ্গে চুরমার।]

প্রবীণ। (রক্ত দেখে ভয়ে আঁৎকে উঠে) রক্ত!—না না। আমি মারিনি। ··· আমি মারিনি ··· আমাকে ক্ষমা করো; আমাকে ক্ষমা করো···

[কাঁপতে কাঁপতে দ্রুত প্রস্থান। বেদীর ওপর বসে পড়লো মানব। তার দৃষ্টি কালো পাথরের দিকে স্থির। বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নেই তার মধ্যে।]

[দূর থেকে মানবকে ডাকতে ডাকতে তরঙ্গের প্রবেশ।]

তরঙ্গ। মানব! তুমি এখানে! আর আমি তোমাকে—(চমকে) এ কি! রক্ত!—কে তোমাকে আঘাত করলো মানব?

[মানব নিস্পলক তরঙ্গের দিকে তাকিয়ে রইলো, কিছুক্ষণ কোনো জবাব দিলো না।]

কে আঘাত করলো তোমাকে মানব?

মানব। আমি চিনি না। (আনন্দের সঙ্গীত বেজে উঠলো যেন)

তরঙ্গ। ঠিক বলেছ মানব। তুমি তাকে চেনো না। না মানব। যে তোমাকে আঘাত করে, তোমার রক্ত ঝরায়, তাকে তোমার চিনেও কাজ নেই। সে থাক তোমার অপরিচিত। তুমি শুধু এগিয়ে চলো।

মানব। না।

তরঙ্গ। (বিস্ময়ে) না! কি বলছো তুমি?

মানব। আমি ঠিকই বলছি। আমি কোথাও যাবো না। এই আমি বেশ আছি।

তরঙ্গ। অমন কথা বলো না মানব। তুমি কি জানোনা—একবার যদি তুমি থমকে দাঁড়াও তাহলে—

মানব। তাহলে?

তরঙ্গ। তাহলে আর এগোতে পারবে না। চিরকালের মতো তুমি হেরে যাবে।

মানব। আমি জয়ী হ'তে চাইনা তরঙ্গ। জয়ের প্রতি আর আমার কোন মোহ নেই।

তরঙ্গ। মানব! এ-সব তুমি কি বলছো? এ মোহ নয়। এ তোমার ধর্ম।

মানব। আমি ঠিকই বলছি। জয়—জয়—জয়। আদিকাল থেকে কেবল জয়ী হবার সংগ্রামই করে চলেছি। দিনের পর দিন। রাতের পর রাত। একটু বিরতি নেই। একটু বিশ্রাম নেই। তবু শেষ জয় আজও আমার অনায়ত্ত।

তরঙ্গ। মানব! আমি তোমাকে সেই শেষ জয়ের পথেই নিয়ে চলেছি।

মানব। (অবিশ্বাসের হাসি হেসে) শেষ জয়!

তরঙ্গ। হাসছো কেন মানব?

মানব। হাসছি তোমার ছলনা দেখে। হাসছি তোমার প্রতারণা দেখে।

তরঙ্গ। (আর্তস্বরে) মানব!

মানব। শেষ জয়ের নেশায় তুমি আমাকে বিচ্ছিন্ন করেছো। দলের সবাই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। শেষ জয়ের নেশায় আমাকে তুমি গৃহহীন করেছ। আগুন লেগে আমার জনপদ ভস্মীভূত। শেষ জয়ের নেশায় —আমাকে তুমি বুভুক্ষু রেখেছ। বারবার মিনতি শুনেও ধরা দাওনি।

তরঙ্গ। মানব। দোহাই তোমার! আমাকে তুমি আর ভুল বুঝো না। আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি।

মানব। তুমি কষ্ট পাচ্ছ? আমার জন্য তোমার চোখে জল? না—না, আর আমি বিভ্রান্ত হবো না। আমি ফিরে যাচ্ছি তরঙ্গ।

(প্রস্থানোদ্যত)

তরঙ্গ। (মানবের পথরোধ করে) দাঁড়াও। কোথায় চলেছ?

মানব। ঘরে। আমি সুরা পান করবো।

তরঙ্গ। না। তোমায় আমি যেতে দোব না।

মানব। (বিস্ময়ে) যেতে দেবে না?

তরঙ্গ। না। চূড়ান্তে এসে ফিরে যেতে দোব না তোমায়। এতো বড় পরাজয় কিছুতেই ঘটতে দোব না আমি।

মানব। আমাকে বাধা দিও না তরঙ্গ। বাধা পেলে আমি কিন্তু ভয়ংকর।

তরঙ্গ। ভীরু!

মানব। তরঙ্গ!

তরঙ্গ। দুর্বল!

মানব। তরঙ্গ!

তরঙ্গ। অপদার্থ!

মানব। (চীৎকার করে) তরঙ্গ!

তরঙ্গ। ছি ছি ছি। এক ফোঁটা রক্ত দেখে বুক কাঁপে তোমার। তুমি আবার শক্তির বড়াই করো! আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখে ভয়ে দৌড়ে পালাও। তুমি এসেছ জনপদ গড়তে! একটা আঘাতে চৈতন্যহারা হও। তুমি হতে চেয়েছ—সম্রাট।

মানব। আমাকে তুমি উন্মাদ করে তুলো না!

তরঙ্গ। তুমি কাপুরুষ! সামান্য দেবতার ভয়ে তুমি ছুটে পালাচ্ছ ঘরের কোণে। শয়তানের পায়ে মাথা নত করে দাস হতে চাইছো। তুমি ক্লীব। তুমি—

মানব। (চীৎকার করে) না—।

তরঙ্গ। তাহলে এগিয়ে চলো। পরিচয় দাও তোমার শক্তির। তোমার বুক অমিতবীর্যে ভরে উঠুক। বাহুর পেশী সবল হোক। দু'হাতে তুলে ধরো—ঐ কঠিন শিলীভূত প্রস্তর। যুগযুগান্তর ধরে যে তোমার পথ আগলে আছে।

[নেপথ্যে গান ভেসে উঠলো "চরৈবেতি চরৈবেতি," তীব্রতেজে জ্বলে উঠল মানবের চোখ। তার দেহের মাংসপেশীতে জাগলো শিকল-ছেঁড়া উচ্ছ্বাস। সে যেন মানব নয়—মহামানব।]

(মানব এক পা এগিয়ে যেতেই নেপথ্যে কোলাহল উঠলো)

নেপথ্যে। আগুন আগুন আগুন·········

তরঙ্গ। পুড়ে যাক। সব পুড়ে ধ্বংস হোক। তবু পিছন ফিরো না মানব।

(আবার কয়েক পা যেতেই)

নেপথ্যে। প্রলয়—প্রলয়—প্রলয়— (আর্তকান্নার স্বর ভেসে এলো)

তরঙ্গ। ডুবে যাক—ভেসে যাক বিশ্বসংসার। থেমো না মানব। তুমি এগিয়ে চলো।

[তরঙ্গ মানবকে থামতে দিলো না।]

[মানব দৃঢ় পদক্ষেপে কালো-পাথরের কাছে গেল। হাত দিয়ে ধরলো সেটা। আনন্দে যেন নৃত্য করে উঠল তরঙ্গ।]

তরঙ্গ। তুলে ধরো মানব। সমস্ত শক্তি দিয়ে। সমস্ত নিঃশ্বাস দিয়ে। পথের পাথর ঠেলে ফেলো।

[মানব দু'হাতে তুলতে থাকলো। প্রাণপণে উঁচু করে

তুলতে থাকলো। তরঙ্গ এগিয়ে এসে হাত লাগালো মানবের সঙ্গে।]

মানব। তুমি ছেড়ে দাও তরঙ্গ। আমি একলাই পারবো। তুমি ছেড়ে দাও।

তরঙ্গ। আমি তোমায় সাহায্য করি—

মানব। না। মানব একাই পারবে। তুমি যাও—চলে যাও ওপারে।

(পাথর খানিকটা উঁচু হোল, এক ঝলক আলোর রেখা দেখা গেল)

যাও। ঐ যে-পথ। চলে যাও। ওপারে চলে যাও তরঙ্গ।

তরঙ্গ। তুমি—

মানব। আ! তুমি যাও।

[মানবের তুলে-ধরা পাথরের ফাঁক দিয়ে তরঙ্গ ওপারে চলে গেল। নীল আলোর রেখা মানবকে আপ্লুত করলো সঙ্গে সঙ্গে।]

পাথরের ওপার থেকে তরঙ্গ। মানব—আমি চলে এসেছি। মানব, আমি এপারে চলে এসেছি। তুমি চলে এসো। সকলের জন্য পথ করে চলে এসো মানব।

[মানব প্রাণপণে পাথর তুলতে থাকলো। কড়কড় শব্দ উঠলো অচলায়তন পাথরের বুকে। কেঁপে উঠলো দেবতার ভিত্। জীবনের শেষ শক্তি প্রয়োগ করে যখন সে অনড় পাথরখানায় শেষ ধাক্কা দেবে ঠিক তখনই নিশাচরের প্রবেশ। পিছন পিছন ১ম, ২য়, ৩য়, প্রবীণ ও উল্লাস।

মানব নিশাচরের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল। নিশাচরের চোখে হিংস্র দৃষ্টি। মানবের চোখে একটুখানি সময়ের প্রার্থনা যেন ফুটে উঠলো।

নিশাচর মানবের দিকে এগিয়ে আসতে থাকলো।]

পাথরের ওপার থেকে তরঙ্গ। মন্ত্র পেয়ে গেছি। মানব মন্ত্র পেয়ে গেছি। অমৃতের মন্ত্র পেয়ে গেছি—

[সঙ্গে সঙ্গে নিশাচর আঘাত করলো মানবকে। মানবও ধরে ফেললো নিশাচরের হাত। মানবের দক্ষিণহাতে দেবতার পাষাণভার। আর বাম হাতে নিশাচরের হিংসার প্রতিরোধ। এবং মঞ্চের সকলেই বিভিন্ন ভঙ্গীমায় একই সঙ্গে অনড় অচল স্তব্ধ ও পাষাণ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গের আবহমানকালের 'মানব' ডাকও ভেসে গেল দূরে—আরও দূরে।]

নেপথ্যে তরঙ্গ। মানব—

আর তারই সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এলো অমৃত গান

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
আবে ধামানি দিব্যানি তস্থু
বেদাহমেতং পুরুষাং মহান্তম্
আদিত্য বর্ণং তমসা পরস্তাৎ—

—মঞ্চ অন্ধকার—

চতুরঙ্গ (দত্তপুকুর) গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দের নাম ও ভূমিকা

দেবতা (সোমপ্রকাশ)	শান্তি মুখোপাধ্যায়
শয়তান (সুরাপ্রিয়)	কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়
মানব	হীরেন বসু
নিশাচর	জ্ঞান গঙ্গোপাধ্যায় *
উল্লাস	বিজয় দাস
প্রবীণ	বীরেন বসু
শিলাল	অরিন্দম দত্তচৌধুরী
বৃদ্ধ	রমণীমোহন মুখোপাধ্যায়
প্রথম	মৃণাল চট্টোপাধ্যায়
দ্বিতীয়	বিকাশ বসু
তৃতীয়	পশুপতি বিশ্বাস
তরঙ্গ	সুজাতা চট্টোপাধ্যায়

প্রযোজনায়	শান্তি মুখোপাধ্যায়
পরিচালনায়	হীরেন বসু
কণ্ঠ সংগীতে	প্রবীর বসু ও সমীর বসু
আবহ সংগীতে	কানাই দাস ও সম্প্রদায়
স্মরণে	প্রভাত বসু
দৃশ্যপরিকল্পনায়	হীরেন বসু
মঞ্চ ও রূপসজ্জায়	ঘোষ কোং, বারাসাত
সহযোগিতায়	চিত্ত দে, লালবিহারী পাল, সমীর বসু

* প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা হিসাবে পুরস্কৃত।

পরিচালনায় : প্রেমাংশু বসু

দেবতা	সঞ্জয় ভোস
শয়তান	বলরাম মিত্র
মানব	প্রভাত বসু
নিশাচর	বেণু মল্লিক
উল্লাস	অশোক সরকার
প্রবীণ	নিশিকান্ত ঘোষ
শিলাল	রতন দে
বৃদ্ধ	কান্তি বসাক
প্রথম	অজিত আঢ্য
দ্বিতীয়	জয়ন্ত দাঁ
তৃতীয়	তপন গাঙ্গুলী
তরঙ্গ	মিতা চট্টোপাধ্যায়